ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 November 2021 ■ আগরতলা ৭ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ২০ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শনিবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সরকারি আবাসনে ভাইফোঁটায় অংশ নিয়েছেন। ছবি নিজস্ব।

## ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার অগ্রগতি যাচাইয়ে রাজ্যের ৮৯৮টি স্কুলে সমীক্ষা ১২ নভেম্বর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।।** আগামী ১২ নভেম্বর, ২০২১ সারা দেশের সাথে রাজ্যেও ৮৯৮ স্কুলে ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সমীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রালয় পরিচালিত এই সমীক্ষা সর্বশেষ সম্পন্ন হয়েছিলো ২০১৭ সালে। আজ সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর অফিস কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, রাজ্যে মোট ৩৮,৭৬০ জন ছাত্রছাত্রী এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। যে শ্রেণীগুলির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সমীক্ষা করা হবে সেগুলি হলো তৃতীয় শ্রেণী, পঞ্চম শ্রেণী, অষ্টম শ্রেণী ও নবম শ্রেণী।

এই সমীক্ষার দায়িত্বে রয়েছে এসসিইআরটি। তিনি জানান, সমীক্ষার জন্য যে সমস্ত বিদ্যালয়গুলিকে বাছাই করা হয়েছে সেগুলি নির্বাচন করেছে সিবিএসই। শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যে এই সমীক্ষা সফল করে তোলার জন্য এসসিইআরটি-র উদ্যোগে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের আটটি জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ১,৯৭৯ জনকে ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর নিযুক্ত করা হয়েছে। এসসিইআরটি-র অধিকর্তা রাজ্যের স্টেট নোডাল অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন। দুজন অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর এবং দুজন জয়েন্ট ডাইরেক্টর আটটি জেলায় তদারকির দায়িত্বে থাকবেন। এছাড়াও সমীক্ষার দিন প্রতিটি জেলায় একজন করে ইন্ডিপেনডেন্ট অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে। তারা সার্বিক ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখবেন।

তিনি জানান, ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর হিসেবে যাদের নিযুক্ত করা হয়েছে তারা সকলেই রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি ডিআইইটি, সিটিই, আইএএসই-তে পড়ুয়া বিএড ও ডিএলএড পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী। সমীক্ষা শুরু হবে সকাল সাড়ে দশটায়। শিক্ষামন্ত্রী জানান, এই সমীক্ষাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই এসসিইআরটি-র উদ্যোগে দুটি মক টেস্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। যাতে ছাত্রছাত্রীরা ওএমআর শিটের ব্যবহারে দক্ষ হয়। শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যের বর্তমান সরকার ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার পরিমাপের মান যাচাই করার জন্য একটি বেইসলাইন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বক্সনগরে নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার বার দিন পর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৬ নভেম্বর।।** দীর্ঘ বার দিন পর নোটন দাসের মৃতদেহ উদ্ধার কলমচৌড়া ও বিশালগড় থানার প্রচেষ্টায়। গত ২৫ অক্টোবর দুর্গানগর এলাকার শিবনগরের কাঠমিস্ত্রি নোটনকে মোবাইলে কল করে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় কে বা কাহারা। তারপর থেকে নোটন দাস নিখোঁজ।

নোটন দাস নিখোঁজের ডাইরি ২৭ অক্টোবর বিশালগড় থানায় রুজু করেন তার পিতা। নোটনের রক্তমাখা বাইক কলমচৌড়া থানার পুলিশ বক্সনগরের জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয়। তার দুদিন পর বিশালগড় থানা এবং কলমচৌড়া থানা মিলে ডগ স্কোয়াড দিয়ে বক্সনগর জঙ্গলে তল্লাশি চালায়। কিন্তু নোটন দাসের কোনো সন্ধান করতে পারেনি।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় নোটন দাসকে বাগবেরের অভিজিৎ দাস বিভিন্ন প্রলোভনের ফাদেঁ ফেলে বাড়ী থেকে ফুসলিয়ে নিয়ে আসে। বক্সনগর বন বিভাগের ডেলানিয়া গভীর জঙ্গলে মেরে ফেলে বস্তার ভিতরে ভরে মাটির গর্তে পুঁতে দেয়। পুলিশ সুত্রে জানা যায় যে নোটনের স্ত্রী সোনালী দাস সম্পর্কে বেয়াইন হন। আর বেয়াইনের সঙ্গে পরকিয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। অভিজিৎ দাস পরিকল্পনা করেছিল নোটনকে এই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েই সোনালীর সঙ্গে ভাব বিনিময়ে লিপ্ত হবেন। অবশেষে মোবাইল ফোনের সুএ ধরে পুলিশ খুনি অভিজিৎ দাসের সন্ধান পায়।

আজ রাত সাড়ে সাতটায় বিশালগড় থানা ও কলমচৌড়া থানা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## সোনামুড়ায় গণধলাইয়ে মৃত্যু বাংলাদেশি গরু চোরের, আত্মরক্ষা করল আরও দুই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।।** ত্রিপুরায় আবারও গণধলাইয়ে মৃত্যু হল এক গরু চোরের। গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে আরও দুই চোর। ঘটনা সোনামুড়া থানাধীন কমলনগর এলাকায়। নিহত চোরের বাড়ি বাংলাদেশে। পুলিশ জানিয়েছে, বাংলাদেশি চোরের দলে ছিল তিন জন। দু''জনকে আটক করতে পারেননি এলাকাবাসী। কমলনগর এলাকার লিটন শীলের বাড়িতে গরু চুরি করতে এসেছিল তারা। বাংলাদেশি চোরের আক্রমণে গৃহকর্তা লিটন শীল আহত হয়ে বর্তমানে আগরতলা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃত চোরের কাছ থেকে বাংলাদেশি টাকা ও ধারালো দা পাওয়া গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, শুক্রবার রাত ২-টা নাগাদ বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া কেটে ঢুকে লিটনের বাড়িতে গরু চুরি করার চেষ্টা করে চোরের দল। গোয়াল ঘর থেকে তারা গরুগুলি বের করে নেয়। পরিবারের লোকজন টের পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসলে তারা গৃহকর্তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। তাতে গৃহকর্তা লিটন শীলের একটি কান কেটে যায় বলে জানা গেছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। চোরের দল যখন গরুগুলি গোয়াল ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল তখন টের পেয়ে ঘুম থেকে ওঠে পরিবারের অন্য সদস্যরা চিৎকার করেন। তখন প্রতিবেশীরা বের হয়ে এক চোরকে পাকড়াও করতে সক্ষম হন, অপর দুজন পালিয়ে যায়। গণধলাইয়ে ঘটনাস্থলেই এক চোরের মৃত্যু হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে বিএসএফ-এর কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত চোরের বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার জামবাড়ি এলাকায়।

## মাতাবাড়িতে মদ্যপের টাক্কালের আঘাতে গুরুতর আহত দুই ব্যবসায়ী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।।** মাতাবাড়িতে দীপাবলি মেলায় দ্বিতীয় দিনে টাক্কালের আঘাতে আহত হয়েছে দুই ব্যাবসায়ি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মেলা প্রাঙ্গণে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উদয়পুরের দীপাবলি উৎসবের দ্বিতীয় দিন মাতাবাড়িতে রক্তারক্তি কান্ড। ৫১পীঠের এক পীঠ মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের বাড়িতে মেলার দ্বিতীয় দিন টাক্কালের আঘাতে আহত দুই দোকানী।

ঘটনার বিবরণের জানা যায়, শুক্রবার রাতে মেলায় টাক্কাল কিনতে গিয়ে ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। ব্যবসায়িক টাক্কালের দাম বেশি বলাতে বিশালগড়ের পূর্ব গকুলনগর এলাকার স্বপন দেবনাথ নামে এক ব্যক্তি দোকানের মালিককে টাক্কাল দিয়ে আঘাত করে। পরবর্তীতে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে অপর মাটির ভাঁড় বিক্রেতা রঞ্জিত পালকেও টাক্কাল দিয়ে এলোপাথারি আঘাত করতে থাকে। এতে মেলাঘরের বাসিন্দা রঞ্জিত পাল গুরুতর আহত হয়।

আশঙ্কাজনক অবস্থায় রঞ্জিত পালকে মাতাবাড়ি মেলায় থাকা এম্বুলেন্স করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অপর আহত লোহার জিনিস বিক্রিতার নাম জানা যায়নি। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে মাতাবাড়ি মেলার পুলিশ সহায়তা কেন্দ্রে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে সেখান থেকে অভিযুক্ত স্বপন দেবনাথকে রাধা কিশোর পুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় আহত রঞ্জিত পালের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়াতে আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

## নিম্নমুখী করোনা সংক্রমণ, ২৪ ঘণ্টায় দেশে আক্রান্ত ১০ হাজার ৯২৯ জন

**নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর (হি. স.)।।** ক্রমশ স্বস্তির দিকে এগোচ্ছে দেশের করোনা পরিসংখ্যান। প্রায় প্রতিদিনই কমছে আক্রান্তের সংখ্যা। শনিবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী,গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আক্রান্ত ১০ হাজার ৯২৯ জন।

সংক্রমণের পাশাপাশি করোনার অ্যাকটিভ কেস এদিন আরও খানিকটা কমেছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে দেশে করোনায় চিকিৎসাধীন রোগী ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯৫০ জন। করোনা মোকাবিলায় শক্তি জোগাচ্ছেন করোনাজয়ীরা। যা কিনা মোট আক্রান্তের মাত্র ০.৪৬ শতাংশ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৬৮ জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন।

যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ১২ হাজার ৫০৯ জন। এই মুহূর্তে দেশের দৈনিক পজিটিভিটি রেট ১.৩৫ শতাংশ। করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৬০ হাজার ২৬৫ জন। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য জানাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত দেশে মোট ১০৭ কোটি ৯২ লক্ষ ১৯ হাজার ৫৪৬ ডোজ করোনার টিকা দেওয়া হয়েছে।

## ভাইফোঁটা নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।।** ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে ভাইফোঁটা রূপে বোনেদের আশীর্বাদ ও স্নেহ, মানুষের জন্য কাজ করার লক্ষ্যে আরও বেশি করে শক্তি স'ারিত করে। নারী শক্তির উন্মেষ, স্বশক্তিকরণ ও নারীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এই ভাবনায় সরকার নিরন্তন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাসে আজ আয়োজিত ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বোনেরা মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করে ভাইফোঁটা দেন। মুখ্যমন্ত্রী এই পুণ্যক্ষণে সমস্ত বোনেদের মঙ্গল কামনা করে শুভেচ্ছা জানান। মুখ্যমন্ত্রী সবার হাতে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের ছবি ও উপহার স্বরূপ মিষ্টি তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী জায়া নিতি দেবও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

## মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য বিরোধী দলের প্রার্থীদের ভীতি প্রদর্শন, বাড়িতে হামলা, উত্তেজনার পারদ চড়ছে বিলোনীয়ায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৬ নভেম্বর।।** পুর নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বিলোনিয়া। শাসক দল বিজেপির পাশণাপাশি বিরোধী দল বামফ্রন্ট , তৃনমুল কংগ্রেস ও কংগ্রেস বিলোনিয়া পুর পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র দাখিল করে। মনোনয়ন পত্র দাখিল করার পরই বিরোধী দলের প্রার্থীদের উপর বিভিন্ন ভাবে চাপ দিতে শুরু করে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য। প্রত্যাহার না করলে মারার হুমকি সহ বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ারও নাকি হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে এমনই অভিযোগ উঠছে বিরোধীদের পক্ষ থেকে।

ঘটনায় বিরোধী দলের নেতারা সুষ্ঠ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবি করেছেন। অভিযোগ করেন, শাসক বিজেপি দলের নেতৃত্বরা বুঝে গেছে সুষ্ঠ ভাবে নির্বাচন হলে কয়েকটি ওয়ার্ডে বিজেপির মনোনীত প্রার্থীরা জয়ী হতে পারবে না। সেই ভয়ে রাতের আঁধারে বাইক বাহিনীরা তান্ডব সৃষ্টি করে পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তুলছে যাতে বিরোধীরা নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে। বিরোধীদের অভিযোগ আবারও বাইক বাহিনীর হামলা সিপিএমের মনোনীত প্রার্থী ভোলা দাসের বাড়িতে।

বিশ থেকে পঁচিশ জনের বাইক বাহিনী হঠাৎ করে বিলোনিয়া বরোজ কলোনি দাস পাড়া এলাকার সিপিএমের প্রার্থীর বাড়িতে হামলা চালিয়ে, ভাঙচুর করে ঘরের জিনিসপত্র থেকে শুরু করে ঘরের দরজা । সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা শনিবার দুপুরে ঘটনাস্থল যাওয়ার পর, সিপিএমের প্রার্থী ভোলা দাসের মা কান্না গলায় সংবাদ প্রতিনিধিদের সামনে জানায় হঠাৎ বাড়িতে ঢুকে আক্রমন বিশ থেকে পঁচিশ জনের বাইক বাহিনীরা। ঘরের দরজা ভাঙ্গচুর থেকে শুরু করে ঘরের জিনিসপত্র ভাঙ্গচুর করে বলে অভিযোগ করেছেন প্রার্থীর মা।

এই দিকে তৃণমূলের কংগ্রেসের নেতাদের অভিযোগ তাদের দলের মনোনীত প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করার জন্য বিভিন্ন রকমের চাপ সহ হুমকি এমন কি পাঁচ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী দোলন দাসকে না পেয়ে তার বাবাকে জোর করে তুলে নিয়ে যায় সাতমুড়া বিজেপি পার্টি অফিসে। সেখানে বিভিন্ন ভাবে চাপ দিতে থাকে ছেলে যাতে প্রার্থী পদ থেকে প্রত্যাহার করে নেয়।

## মহারাষ্ট্রের হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হল ১১ জন করোনা রোগীর

**মুম্বই, ৬ নভেম্বর (হি.স)।।** শনিবার সকালে মহারাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১ জন। মৃতরা সকলেই করোনা রোগী ছিলেন। আহমেদনগর জেলার জেলাশাসক রাজেন্দ্র ভোঁসলে জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডের সময় আইসিইউ-তে ১৭ জন করোনা রোগী ভর্তি ছিলেন। পরে আগুন অন্যান্য ওয়ার্ডে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছিল মোট ১০ জন করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। একজনের অবস্থা গুরুতর। বিকেলে আরও এক রোগীর মৃত্যুর খবর আসে। সব মিলিয়ে আহমেদনগরের হাসপাতালের মর্মান্তিক ঘটনায় মোট ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। টুইট করে লেখেন, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা। যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের পর প্রশ্নের মুখে হাসপাতালের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী ও এনসিপি নেতা নবাব মালিক জানিয়েছেন, হাসপাতালে ফায়ার অডিট হয়েছিল কিনা খতিয়ে দেখা হবে। কেউ দোষী প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে সরকার। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেও তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

মহারাষ্ট্রের আহমেদনগরের কোভিড হাসপাতালে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শোক প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার এক শোকবার্তায় বলেছেন, হৃদয় বিদারক দুর্ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত। এই শোকের মুহুর্তে, আমার চিন্তা শোকাহত পরিবারের সাথে রয়েছে এবং আমি আহতদের দ্রুত আরোগ্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি।

প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রের হাসপাতালে বিধ্বংসী আগুনে মৃত্যু হল ১০ জন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে ভারতের বিশেষ অবদান রয়েছে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।।** বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে ভারতের বিশেষ অবদান রয়েছে। এ জন্য ভারতের অনেক বীর সেনা জওয়ানকে আত্মবলিদান দিতে হয়েছে। আজ শনিবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত স্বর্ণিম বিজয় মশাল স্বাগত সমারোহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এ কথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী রাষ্ট্রহিতে আত্মোৎসর্গ করেছেন এমন বীর সেনাদের পরিবার এবং দেশমাতৃকার সেবায় অসামান্য অবদানরক্ষাকারী কয়েকজনকে এই অনুষ্ঠানে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের আক্রমণের নিশানা থেকে আগরতলা শহরকে রক্ষা করতে আত্মবলিদান দিয়েছিলেন ল্যান্সনায়েক অ্যালবার্ট এক্কা। মরণোত্তর পরমবীরচক্র সম্মানে ভূষিত অ্যালবার্ট এক্কার পুত্রকেও আজকের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সম্মাননা জ্ঞাপন করেন। এই বীর সন্তানের পরিবারকে সম্মাননা স্বরূপ এক লক্ষ টাকার অর্থরাশি প্রদানের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভারতের গৌরবময় বিজয় স্মরণ স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে নয়াদিল্লি থেকে সূচনা হওয়া স্বর্ণিম বিজয় মশালকে রাজ্যে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানান, অ্যালবার্ট এক্কার নামাঙ্কিত পার্কটির আধুনিকীকরণের কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

প্রাক্তন সেনা কর্মীদের সম্মাননা প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী দেব বলেন, মাতৃতান্ত্রিক ভারতে মহিলাদের অবস্থান সম্মানজনক। পুরুষদের মতো মহিলাদেরও সমস্ত ক্ষেত্রে সমানাধিকার, নিরাপদ, যথোপযুক্ত পরিবেশ ও স্বনির্ভর ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা প্রদানে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। মহিলাদের স্বাধীনতা প্রদানে সেনা পরিবারের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভারতের গৌরবময় বিজয় স্মরণ স্বরূপ এই স্বর্ণিম বিজয় মশাল যাত্রার সূচনা হয়েছে। ২০২০ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে নয়াদিল্লি থেকে স্বর্ণিম বিজয় মশাল রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নানা সময়ে ভারতীয় সেনারা নিজেদের দক্ষতা, রাষ্ট্রপ্রেম এবং সাহসিকতার নজির রেখেছেন। এ সবের মধ্যে কারগিল যুদ্ধ বা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হচ্ছে অন্যতম দৃষ্টান্ত। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, স্বর্ণিম বিজয় মশাল স্বাগত সমারোহ অনুষ্ঠান নবপ্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম জাগরণে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## দেশজুড়ে থমকে পেট্রলের দাম, আটকে রইল ডিজেলও

**মুম্বই, ৬ নভেম্বর (হি. স.)।।** শনিবারে থমকে পেট্রলের দাম। একই ভাবে দেশজুড়ে আটকে রইল ডিজেল। সারাদেশে শুক্রবারের দামেই এদিন বিকোচ্ছে পেট্রল ও ডিজেল।

দীপাবলির ঠিক আগে পেট্রল-ডিজলের উপর এক্সাইজ ডিউটি কমিয়েছিল কেন্দ্র। যার ফলে প্রায় ১২ টাকা সস্তা হয় প্রতি লিটার ডিজেল ও ৬ টাকা দাম কমে যায় লিটারপ্রতি পেট্রলেরও। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের পরে দেশের মোট ২২টি রাজ্য সরকারও পদক্ষেপ নেয়। পেট্রল-ডিজেলের উপর থেকে ভ্যাট কমানোর সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকারগুলি। ফলে দীপাবলির মধ্যে অনেকটাই সস্তা হয়ে যায় পেট্রল ও ডিজেল। ওড়িশা, অরুণাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, নাগাল্যান্ড, উত্তরপ্রদেশসহ একাধিক রাজ্যে জ্বালানির দাম অনেকটাই কমে যায়। শুক্রবারের সেই দাম বজায় রইল শনিবারও।

চেন্নাইতে পেট্রলের দাম কমেছে আগের দিনের তুলনায়। আগের দিন চেন্নাইতে লিটারপ্রতি পেট্রলের দাম ছিল ১০১.৫১ টাকা। শনিবার সেই দাম রয়েছে ১০১.৪০ টাকা। সামান্য কমেছে দাম। পাশাপাশি ডিজেলের দাম ১০ পয়সা কমে দাঁড়িয়েছে ৯১.৪৩ টাকা প্রতি লিটার। বাণিজ্যনগরী মুম্বইতে পেট্রলের দাম রয়েছে ১০৯.৯৮ টাকা প্রতি লিটার। আবার ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে রয়েছে ৯৪.১৪ টাকা প্রতি লিটার।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩১ ▫ ৭ নভেম্বর ২০২১ ইং ▫ ২০ কার্ত্তিক ▫ রবিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

## ভাইফোঁটা ভালোবাসা ও মেলবন্ধনের উৎসব

হিন্দু বাঙ্গালীদের বারো মাসে তেরো পার্বণ এর অন্যতম পার্বণ ভাইফোঁটা। এই ভাইফোঁটা উৎসব দীর্ঘদিন ধরিয়া আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় চলিয়া আসিতেছে। ইহা শুধু ভাই ও বোনের মধ্যে ভালবাসার উৎসকে আরও সমৃদ্ধ করে না সম্প্রীতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। ভাইফোঁটা এখন শুধুমাত্র রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ নয়। রক্তের বন্ধন অতিক্রম করিয়া এটি সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হইয়াছে।বর্তমানে অনেক পরিবারই ছোট পরিবার। এক সন্তানের প্রবণতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। স্বাভাবিক কারণেই ভাই ও বোন একই পরিবারে নাও থাকিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে প্রতিবেশী কাউকে ভাই সম্বোধন করিয়া অনেকেই ভাইফোঁটা দিয়ে থাকে। ভাইকে বোন সম্পর্কে আবদ্ধ করিয়া যে মায়া জাল তৈরি করে তাহা আজীবন ভাই-বোনের সম্পর্কে উপনীত হইয়া থাকে। শুধু তাই নয় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সামাজিক সংগঠন এমনকি রাজনৈতিক সংগঠনগুলো একে অপরকে আপন করিয়া নিতে ভাইফোঁটা উৎসব পালন করিয়া থাকে। ভাইফোঁটা উৎসবকে সার্বজনীন রূপ দেওয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। এই ধরনের অনুষ্ঠান সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। বর্তমান আত্মকেন্দ্রিক ও ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থায় ভাই ফোটার মতো উৎস সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবে বলিয়া আমরা আশাবাদী।

কার্তিক মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা। হিন্দুধর্মে এই উৎসবের বিশেষ গুরুত্ব আছে। ভাইবোনের ভালোবাসার উৎসব হল ভাইফোঁটা। এই শুভ দিনে বোনেরা ভাইয়ের কপালে দই বা চন্দনের ফোঁটা দেয় এবং ভাইয়ের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করে। আর ভাই তাহার বোনেদের সারাজীবন আগলাইয়া রাখিবার ও রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এবছর অর্থাৎ ২০২১ সালে ৬ নভেম্বর, শনিবার ভাইফোঁটা উদযাপিত হয়।

ভাইয়ের কপালে বোনের ফোঁটা, ধান দূর্বা দিয়া আশীর্বাদ, মিষ্টিমুখ এবং উপহার বিনিময়ের মধ্যে দিয়া এই উৎসব উদযাপিত হয়। এই ভাইফোঁটায় আপনি যদি আপনার ভাই বা বোনের থেকে দূরে থাকেন, তাহা হইলে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ভাই বা বোনকে ভাইফোঁটার শুভেচ্ছা জানাইতে পারেন।ভাইবোনের বন্ধন সারাজীবন অটুট থাকুক। সকল ভাইবোনকে জানাই ভাইফোঁটার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

ভাই-বোনের পবিত্র ভালোবাসা ও স্নেহের বন্ধনকে প্রতিবছর আরো আরো বর্ণময় ও অটুট করিয়া তুলিতে কার্তিক মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে অর্থাৎ কালী পূজার দু দিন পরে ভাইফোঁটার পবিত্র অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়। এই দিনে বোন তার ভাইয়ের কপালে চন্দনের টিকা দিয়া ভাইয়ের দীর্ঘজীবন ও জীবনে আসা সমস্ত বাধা বিপত্তিকে দূর করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকে এবং পরিবর্তে ভাই তাহার বোনকে একটি উপহারও দিয়া থাকে। ভাইফোঁটার এই পবিত্র দিনে ভাই / বোনকে একটি স্পেশাল গিফের সাথে ভালোবাসা ও শুভ কামনায় ভরা ভাইফোঁটার শুভেচ্ছা জানাইবার জন্য আমার আপনাদের জন্য বেশ কিছু ভাইফোঁটার শুভেচ্ছা।

ভাইফোঁটা বা ভাতৃ দ্বিতীয়ার উৎসবটি অনেকটাই রাখি পূর্ণিমার মতো। এই উৎসবটি রাখি পূর্ণিমার মতনই সকল ভাই বোনের জন্য একটি স্পেশাল উৎসব। এই স্পেশাল উৎসবটিকে নিজের ভাই বোনের কাছে আরো স্পেশাল করিয়া তুলিতে তাদের ভাতৃ দ্বিতীয়ার শুভেচ্ছা জানাইয়া দিন। ভাইফোঁটা উৎসব জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের ভাইবোনদের মধ্যে একাত্মবোধকে জাগ্রত করিয়া সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে নতুন পথের দিশা দেখাইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। ভাইফোঁটা উৎসব হোক সম্প্রীতির মেল বন্ধন এর অন্যতম উৎসব। তাহা সম্ভব হইলে ভাইফোঁটা উৎসবের সার্থকতা মিলিবে।

## পেট্রোল-ডিজেলের পর এবার দাম কমল ভোজ্য তেলের

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর (হি. স.) : পেট্রোল-ডিজেলের পর এবার অনেকটা কমল ভোজ্য তেলের দাম ।কেন্দ্রের তরফে বলা হয়েছে, উৎসবের মরশুমে বাজারে ভোজ্য তেলের দাম কমেছে ৫ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত। উৎসবের মরশুমের কথা মাথায় রেখে কয়েকদিন আগে বিভিন্ন ভোজ্য তেল বিক্রয়কারী সংস্থাকে দাম কমাতে অনুরোধ করেছিল কেন্দ্র। দাম কিছুটা কমানো হলেও তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলির একাধিক সংগঠন জানিয়ে দেয়, করের বোঝা সরিয়ে তাঁদের পক্ষে ভোজ্য তেলের দাম বেশি কমানো সম্ভব নয়। এরপরই কেন্দ্র একাধিক অপরিশোধিত তেলের ওপর বেসিক ডিউটি বা সাধারণ শুল্ক পুরোপুরি প্রত্যাহার করে। আগে আড়াই শতাংশ হারে বেসিক ডিউটি নেওয়া হত। এখন তা পুরোপুরি শূন্য।

## একদিনে করোনা আক্রান্ত ৬৭০

কলকাতা,৬ নভেম্বর (হি. স.):সামান্য কমল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। ৭০০- র নিচে নামল আক্রান্তের সংখ্যা।গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৬৭০ জন। শনিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত ৬৭০ জন। যার জেরে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ১৫,৯৭,৭৬৫। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৭৬৪। ফলত মোট সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে ১৫,৭০, ৫২১। যার ফলে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.২৯ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৩০,২২১।

## হাওড়ায় পথ দুর্ঘটনায় মহিলার মৃত্যু

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি.স) : হাসপাতালে যাওয়ার পথে বাইকের সঙ্গে টোটোর সংঘর্ষ। মৃত্যু এক মহিলা রোগীর। শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার শিবপুরের ফরশোর রোডে। পুলিশ বাইকটিকে আটক করলেও পলাতক দুই বাইকআরোহী। মৃতার নাম সোমা নাহা(৫৬)। উত্তর হাওড়ার মুরগিরহাটা এলাকার বাসিন্দা।

এদিন বিকেল চারটে নাগাদ ছেলের সঙ্গে টোটো করে শিবপুরের এক বেসরকারী হাসপাতালে চিকিতসার জন্য যাচ্ছিলেন সোমাদেবী। ওই হাসপাতালে সোমাদেবীর ডায়ালিসিস চলছিল বলে পরিবার সূত্রের খবর। এদিন সোমাদেবীর টোটোটিকে ফরশোর রোডে একটি বেপরোয়া বাইক ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে উল্টে যায় টোটোটি। রাস্তায় ছিটকে পড়েন সোমাদেবী, তাঁর ছেলে ও টোটোচালক। টোটোর নীচে চাপা পড়ে যান সোমাদেবী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিতকরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শিবপুর থানার পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে খোঁজ চলছে অভিযুক্তদের।

## চিংড়িহাটায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, মৃত এক

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি.স) : বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় এক পথচারীর মৃত্যু সহ জখম হলেন ৭ জন। তাঁদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শনিবার চিংড়িঘাটা এলাকার ঘটনা। মৃত পথচারীর নাম মুস্তাফিজুর রহমান।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, সায়েন্সসিটি থেকে সল্টলেকগামী বেপরোয়া গাড়িটি চিংড়িঘাটায় একটি সাইকেলে ধাক্কা মারে। পরে আরও কয়েজনকে ধাক্কা মারে। খবর পেয়ে, কলকাতা পুলিশের আধিকারিকের ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ ঘাতক আই ২০ গাড়িটিকে আটক করেছে। জখমদের কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। চালককে আটক করে জিজ্ঞাসবাদ চলছে।

# দেশের যুবসমাজের প্রতি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর আহ্বান

ড. বিমল কুমার শীট

উনবিশং শতাব্দীর বাংলা ছিল রত্নগর্ভা। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সে সময় আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের সবার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। আরও একজন মানুষ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। বস্তুত তার মতো বিজ্ঞানীরা ছিলেন জাতীয়তাবোধে উদদ্ধ এবং তারা এদেশে বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় রনোস বা পুনর্জাগরণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি জগদীশচন্দ্রেরত্ত আকর্ষণের উৎসও স্বদেশপ্রেম। তিনি ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী,যুক্তিবিদ এবং দেশপ্রেমিক মানুষ। দেশের যুবসমাজের প্রতি তার আহান ছিল দৃষটান্তস্বরূপ, যা আজও যুবসমাজকে আলোড়িত করবে। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিভার কথা বলতে গিয়ে ১৯০০ সালে স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিসে লিখেছিলেন, "আজ ২৩ অক্টোবর, কাল সন্ধ্যার সময় পারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ পারিস সভ্যজগতের এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগদেশ-সমাগত সঙ্গম। দেশ দেশান্তরের মনীষীগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ পারিসে। এ মহাকেন্দ্রে ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তার স্বদেশকে সর্বজন সমক্ষে গৌরবাতি না! আর টি জন্মভূমি- এ জার্মান, ফরাসী, ইতালী বুধমণ্ডলীমণিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামগলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির, নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে সি বোস। একা যুবা তারকার রেলে পাচা নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ বকে সে বিদ্যুৎ সঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলেন। সমগ্র বিদ্যুত্মগলীর শীর্ষস্থানীয় পারি নাই, তাহার পথে পথিক হই নাই। কিন্তু তাহার কৃতিত্ব সকলকেই আসা ও বল দিতে পারে।" আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও লেখেন, বাঙালি প্রতিভার ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে বসুর আবিষ্কার সমূহ বৈজ্ঞানিক জগতে সমাদর লাভ করিল। বাঙালি যুবকদের মনের উপর ইহার প্রভাব ধীরে ধীরে হইলেও নিশ্চিত রূপে রেখাপাত করিল।"

জগদীশচন্দ্রের প্রখর আত্মসম্মান বোধ ছিল। তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তখন তাকে গভর্নমেন্ট ইংরেজ অধ্যাপকদের চেয়ে কম বেতন দিতে চাইলে তিনি তা নিতে রাজি হননি। তিন বৎসর কোনও বেতন নেননি। শেষে তার আত্মসম্মান বোধের জয় হয়। জগদীশচন্দ্রের আকৃতিতে এমন একটা বস্তু ছিল, যা সকলকে আকর্ষণ করত। ধনীনির্ধন, উচ্চনীচ, সকল বিজ্ঞানের খাতিরেই বিজ্ঞান চর্চা করা উচিত, তারপর সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাকে ছেড়ে অবস্থার লোকের সঙ্গে তিনি সমানভাবে কোনওরূপ পুরস্কারের আশায় নয়, কোনও ভারতবর্ষের একাত্মকে ধারণা করতে শিক্ষা মিশতেন। সুখীগণের সুখে হেসে ও দুঃখীর দুঃখে অশ্রু ফেলে আপনার মহৎ হৃদয়ের পরিচয়ে সকলকে মোহিত করতেন। তিনি যখন কথা বলেন, তখন খুব ধীরভাবে বলেন। একটা বড় কাজ করে একথা ভাববেন না যে সমস্ত পৃথিবীর লোক অমনি একেবারে করা। ভারতের এক প্রদেশ আর এক প্রদেশ হতে শ্রেষ্ঠ, এক প্রদেশবাসী আর এক সেটাকে স্বীকার করে নিয়ে আনন্দে মত্ত হয়ে উঠবে এবং চারদিকে তোমার জয়-জয়কার কথার জোর দেবার জন্য তিনি শুন্যে হাতও পড়ে যাবে। প্রদেশবাসী হতে বেশি বুদ্ধিমান এরূপ মত ধারণা পোষণ নিতান্ত নিরংদ্ধিতার পরিচায়ক। নবগঠিত ভারতে পাঞ্জাবি, মারাঠি, কিংবা ছোড়েন না বা টেবিলও চাপড়ান না। অথচ ছাত্রদের প্রতি উপদেশ দিতে গিয়ে

বাঙালি থাকবে না, থাকবে কেবল যেন কি এক বিচিত্র উপায়ে তার আন্তরিকতা সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে ফুটে ওঠে। জগদীশচন্দ্র বলেন, দেশ আজ তাদেরকে ভারতবাসা। বেশি চাইছে। এই সময়ে জন্মগ্রহণ করে তারা একদা কোনও ধনী বিকানির এক পুত্রপরাধীন ভারতের যুবসমাজ ওনিবেশিক হয়েছে, তারা যে সভ্যতার অধিকারী তা আচার্য বসুর অটোগ্রাফ বা হাতের লেখার সরকারের শৌষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে যুগযুগান্ত ধরে বেঁচে আছে, অলস নিষরিয় জন্য তার হোটেলে দেখা করতে যান মুক্ত ছিলেন না। পরাধীনতার জ্বালা তীরা থেকে তারা যেন সভ্যতা নষ্ট না করে। মানব প্রতিনিয়ত সহ্য করছিলেন। এর হাত থেকে মুক্তির পথও খুঁজছিলেন। চোখের সামনে চাদির দুঃখ নিবারণের জন্য যুগযুগান্তর ধরে যে আহান ছাত্রদের নিকট এসেছে, তারা যেন বুভুক্ষু মানুষকে দেখেছিলেন। চাকরি না সে আহানে সাড়া দেয়। দুঃখ ও দুঃখের জগদীশচন্দ্র তাকে জানালেন যে, তিনি সচরাচর তার হাতের লেখা কাউকে দেন না এবং দিলেও তার মুল্য খুব বেশি নিয়ে থাকেন, একথা বলে তিনি বণিক পুত্রটিকে পেয়ে বেকারত্বের সমস্যায় ভুগছিলেন। এ কারণ নিবারণই ক্ষাত্রধর্ম। অতীত ভারতে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা তুমি আমাকে কত হেন ছাত্রদের সম্বোধন করে জগদীশচন্দ্র বসু কর্মকে শ্রীধান্য দেওয়া হয়েছে অবসাদকে বলেছিলেন, "স্বদেশের কোনও না কোনও নয়। দিবে? উত্তর এল আমি ভারতের সেবায় আমার জীবন দেব। যুবকের এই উত্তর শুনে একটা কাজে তোমরা নিজেদের জীবন পরাধীন ভারতের অখণ্ডতা ও সংহতি জগদীশচন্দ্র চোখ আন্দে উজ্জ্বল হয়ে উৎসর্গ করো, শুধু নিজে মানুষ হইয়াই তৃপ্ত জদগীশচন্দ্রের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সমস্ত হইও না, অপরকেও মানুষ হইয়া উঠিতে ভারতবাসীর এক মহাজাতিতে পরিণত হবার সাহায্য করো। জীবনটা নিতান্তই ছোঁট, কাজেই মাধুর্যে, আলোকে ও তায় এই জীবনকে পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তোলাই কথা বলার সময় তিনি তার সমস্ত শক্তির মণীষা ও প্রাণ তাতে ঢেলে দেন। এ সম্বন্ধে তার বক্তব্য এই যে, সর্বপ্রথমে তোমার তোমাদের আদর্শ হউক।, তিনি বলেন, সাধনার বস্তু হোক খাঁটি ভারত সন্তান হওয়া। উঠল এবং যুবকটিকে বললেন, এই নাও আমার হাতের লেখা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রদের এক সভায় জগদীশচন্দ্র বলেন, "এখন আমাদের দেশে সচরাচর দুই শ্রেণির উপদেষ্টা দেখতে পাওয় যায়। কেহ কেহ আমাদের জাতীয় দুর্বলতার চিত্র অতি ভীষণরূপে চিত্রিত করেন। যে দেশে এরূপ জাতিভেদ ও দলাদলি, যে দেশ দাসত্বসুলভ বহু দোষে দোষী, যে দেশে পরস্পরে এত হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা দেখা যায়, সে দেশে কি কোনওদিন উন্নতি হইতে পারে? আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইরূপ ভয়ানক ভবিষ্যৎবাণীর পর তাদের নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত হয় না। যদি যথার্থই বুঝিয়া থাকো যে দেশে এরূপ দুর্দিন আসিয়াছি, তবে করিতে চেষ্টা করো না। আমি দেখিতে পাই ছাত্রদের মধ্যে, আমাদের নেতারা কেন এ- কাজ করিলেন, কেন একাজ করিলেন না, এরূপ বচসা দ্বারাই সময় অতিবাহিত হয়। কে? আমি কি করিতে পারি ইহাই কেবল আমার ভাবিবার বিষয়।" আমাদের দেশের একদল লোক রয়েছে, যারা অতীতের কথা নিয়ে বর্তমানে ভুলে আছেন জগদীশচন্দ্র এর তীব্র বিরোধিতা করেন। পৃথিবীর স্থাবর নয়, ইহা যে চিরপরিবর্তনশীল একথা তাদের বোধগম্য হয় না। এইসব ধর্মাক্রান্তজাতির চিহ্ন পর্যন্ত পৃথিবী হতে মুছে যাচ্ছে। ইজিপ্ট, অসীরিয়া এবং ব্যাবিলন এদের গত স্মৃতি ছাড়া আর কী আছে?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

# 'বারুদের স্তূপে দেশলাই কাঠি'

সুমন ভট্টাচার্য

কুমিল্লায় কোরান অবমাননা হয়েছে যে, জানা গেল কী করে? ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে। ত্রিপুরায় সমজিদে হামলার রটনা ছড়িয়ে পড়ল কী করে? ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে। শ্রীলঙ্কায় মুসলিমরা বৌদ্ধদের নির্বীজকরণের চেষ্টা করছে, এই রটনার ভিত্তি কী? ফেসবুক লাইভ।

মার্ক জুকারবার্গ যখন তাঁর কোম্পানির নতুন নামকরণ করে আমাদের এক অন্য 'রিয়্যালিটি' বা 'বাস্তবতা'-র সঙ্গে পরিচয় করানোর স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, তখন সেই 'মেটাভার্স'এর সঙ্গে আমাদের চারপাশের ইউনিভার্সের মিল কোথায় বা কতটুকু? মার্কিন এই টেক-দৈত্যের প্রাক্তন শীর্ষকর্তা ফ্লান্সের হইগেনের সংগৃহীত তথ্য, যা ইতিমধ্যেই আমেরিকায় ফেসবুক পেপার্স নামে পরিচিত এবং আলোড়ন ফেলেছে তা স্পষ্ট করে বলছে, জুকারবার্গ যতটা আগ্রাহী ডলার পকেটে পুরতে, তাঁর সংস্থা ততটা আগ্রহী নয় পৃথিবীজুড়ে হিংসা এবং দ্বেষ ছড়ানো বন্ধ করতে। (সম্প্রতি ফেসবুকের এহেন ব্যর্থতা নিয়ে প্রকাশ্যে বক্তব্য রেখেছেন নোবেলজয়ী সাংবাদিক।)

হাইগেনের দেওয়া ফেসবুকের বিভিন্ন ইন্টারনাল রিপোর্ট, যা ইতিমধ্যেই 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল', 'সিএনএন' বা 'দ্য নিউয়র্ক টাইমস' কিস্তির পর কিস্তি ছাপাছে বা গত সপ্তাহেই মার্কিন কংগ্রেসে যার ভিত্তিতে শুনানি শুরু দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, তার সবিস্তার বিবরণ রয়েছে। 'ফেসবুক পেপার্স' বলছে, সাম্প্রতিক অতীতে এই উপমহাদেশে এমন অন্তত ৩০০টি ঘটনা রয়েছে, যেখানে এই মহাশক্তিধর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মটি তার মাধ্যমে ঘৃণা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো বন্ধ রাখতে পারেনি।

মনে রাখতে হবে, এই উপমহাদেশ, অর্থাৎ ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান এই মুহূর্তে ফেসবুক -সহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ার বৃহত্তম বাজার। সেই বাজারে যদি ফেসবুক এইরকম দেশলাই কাঠি জ্বালার কাজ করে তাহলে কী হতে পারে? ফেসবুক যে 'বারুদের স্তূপে দ্রেদশলাই কাঠি'-র কাজ করতে পারে, এই শব্দবন্ধের প্রয়োগটি কিন্তু আমার নয়। ২০১৮ সালে শ্রীঙ্কায় বৌদ্ধ এবং মুসলিমদের মধ্যে জাতিদাঙ্গার পরে 'দ্য নিউইর্য়ক টাইমস' যে বিখ্যাত অনুসন্ধানী সিরিজ ছেপেছিল, তাতেই ফেসবুক যে দেশলাই কাঠির কাজ করছে, তা উদাহরণ যোগে দেখানো হয়েছিল। বাংলাদেশের কুমিল্লা বা আমাদের দেশের ত্রিপুরা তো সাম্প্রতিকতম উদাহরণ।

ফেসবুকের 'হুইস্‌লব্লোয়ার' ফ্রান্সের হাউনেনের দীর্ঘ নথিতেও এসব হালফিনের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরিতে সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকার কথা লেখা নেই। তবে মার্কিন কংগ্রেস ফেসবুকের যেসব বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করছে, তার মধ্যে অনেক কিছু আছে। 'টিন' মানে কিশোর প্রজন্ম যে ইনস্টাগ্রামে আসক্ত হয়ে পড়ছে, এটা জানার পরও টেক -দৈত্য নতুন ব্যবহারকারী ধরার উদগ্রতায় কীভাবে কিশোরদেরই টানতে নিত্যনতুন কৌশল নিচ্ছে, সেসব সামাজিকত ঘটনাবলির পাশাপাশি ভুল তথ্য ছড়াতে 'ফেসবুক', 'মিসইনফরেমশন' বা 'ভুল তথ্য' ছড়াতে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারের বিষেয়ে এমন কিছু তথ্য 'ফেসবুক পেপার্স' সামনে এনেছে, যা জুতারবার্গের কাছে হিট উইকেটের সমতুল।

ফেসবুকের ক্ষমতা এবং সামাজিক প্রভাব বোঝাতে জুকারবার্গ বারবার বলেছিলেন, তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করবেন মার্কিন মুলুকে প্রত্যেককে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন দিতে। কিন্তু ফেসবুকের ইন্টারনাল রিপোর্ট বলছে, ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি প্রচার হয়েছে জুকারবার্গের প্ল্যাটফর্মেই।

জুকারবার্গের দাবি এবং বাস্তবের মধ্যে যে কতটা তফাত রয়েছে, তা টের পাওয়া হয়ে গিয়েছিল এই বছরের জানুয়ারি মাসে যখন উন্মত্ত ট্রাম্প সমর্থকরা ক্যাপিটল হিলে হামলা চালায়। এই ধরনের হামলার জন্য প্রচার চলছে, এটা জানার পরও যে ফেসবুক নিজের প্ল্যাটফর্মকে সংযত করতে পারেনি বা ঠেতাতে পারেনি, সেটা এতদিনে পরিষ্কার। যখন মার্কিন কংগ্রেস সেটা নিয়ে আলাদাকরে তদন্তও করছে। কিন্তু এসব তদন্ত, 'ফেসবুক পেপার্স' যা ইঙ্গিত দিচ্ছে তা থেকে পরিষ্কার, মূল সমস্যাটা ফেসবুকের, বা আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় বা যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে, তার মধ্যেই রয়েছে।

ফেসবুকের ক্ষেত্রে প্রথম সমস্যাটা আসলে অনেক দিন ধরেই অনেক প্রাক্তন কর্মী বলে আসছিলেন, কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসের তদন্ত শুরু হওয়ার আগে বোঝা যায়নি, সেটা কতটা বিপদের। মার্ক জুকারবার্গ যতই তাঁর প্ল্যাটপর্ম গণতন্ত্র বা সমানাধিকারের তত্ত্বে বিশ্বাস করে বলে দাবি করুন, আসলে তা নয়। বিশ্বজুড়ে ফেসবুক অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ মর্যাদা দেয়, 'ভিআইপি স্টেটাস' দেয়, যার সুবাদে তাঁরা যা খুশি পোস্ট করতে পারেন। আপনার, আমার মতো সাধারণ মানুষ 'পোস্ট' করলে যেসব তথ্য যাচাই বা বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে কি না দেখার বন্দোবস্ত আছে, ফেসবুক এই ভিআইপিদের ক্ষেত্রে তা করে না।

বিশ্বজুড়ে ফেসবুক অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ মর্যাদা দেয়, 'ভিআইপি স্টেটাস' দেয়, যার সুবাদে তাঁরা যা খুশি পোস্ট করতে পারেন। আপনার, আমার মতো সাধারণ মানুষ 'পোস্ট' করলে যেসব তথ্য যাচাই বা বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে কি না দেখার বন্দোবস্ত আছে, ফেসবুক এই ভিআইপিদের ক্ষেত্রে তা করে না।

প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যার সুযোগ নিয়ে আমেরিকার নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আজগুলি তথ্য, ভিডিও দীর্ঘদিন পোস্ট করে গিয়েছেন। ট্রাম্প একাট উদাহরণ মাত্র, ভিআইপি ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ভুল তথ্য ছড়িয়ে চলেছেন।

দ্বিতীয়টা আরও বেশি বিপজ্জনক এবং আমাদের উপমহাদেশে তার ডালপালা আরও ছড়িয়েছে। এটা ফেসবুকের ২০১৮ সাল থেকে চালু করা প্রযুক্তি বা 'অ্যালগরিদম', যা ঠিক করে দেয়ে আমাদের সামনে নিউজ ফিডে ঠিক কী আসবে। যা উত্তেজক, যা প্ররোচিত করে, তার দিকে যেহেতু মানুষ স্বাভাবিক প্রবণতায় ধেয়ে যায়, সেহেতু ফেসবুকের আলাগরিদম সেটাকেই উৎসাহিতক করে। বাধ্য হচ্ছি কারণ, ফেসবুকের টেকনোলজি সেটাকে প্রোমোট করছে।

ফেসবুক যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম হিসাবে চায় ব্যবহারকারী আরও বেশি এনগেজড থাকুক, সেহেতু কেমন বিষয়ে এনগেজড থাকছে, তার গুণাগুণ বা সত্যাসত্য বিচারে অগ্রাধিকার দেয় না। ফেসবুকের সমস্ত অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা বলে দিচ্ছে, 'ভাইরাল' হওয়ার জন্য যা সব জিনিসকে মার্ক জুকারবার্গের সংস্থা ব্যবহার করে, সমস্যা তার মধ্যেই লুকিয়ে। এই উপমহাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়ার এই চ্যালেঞ্জটাকে বোঝা যাক। আমরা জানি, ধর্ম এবং যৌনতাই এখানে সবচেয়ে বেশি বিকোয়। এবার যদি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং অত্যাধুনিক টেকনোলজি সেই প্রবণতাকে সাহায্য করে, তাহলে সেটা রোহিত শর্মার জন্য পাটা পিচে ব্যাটিং হয়ে যাবে না? সেজন্যই ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক খবর সোশ্যাল মিডিয়ার দ্রুত ভাইরাল হয়, এবং একবার সেটা প্রচার পেয়ে গেলে ফেসবুকের প্রযুক্তি সেটাকে আরও জনপ্রিয় হতে সাহায্য করে। আর যৌনতার বিষয়ে ফেসবুকে কী ধরনের প্রবণতা তৈরি করেছে, সেটা তো সংস্থাটি স্বয়ং যে মহিলার নামে ভুয়া অ্যাকাউন্ট কুলে পরিস্থিতি জরিপ করার চেষ্টা করেছিল, তাতেই সামনে চলে এসেছে। আমেরিকায় একজন চল্লিশোর্ধ্ব মহিলার নামে ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলেছিল ফেসবুক, আর ভারতে ২১ বছরের তরুণীর নামে। সোশ্যাল মিডিয়া প্যাটপর্মের অ্যালগরিদম এই দুই মহিলাকে কোন ধরনের গ্রুপের দিকে ঠেলে দিয়েছিল, ওই দুই মহিলার ইনবক্সে যেসব মেসেজ এসেছে, তার বিশ্লেষণই প্রমাণিত, তা বলে দিচ্ছে যৌনতা, বিদ্বেষ, হিংসা কীভাবে ছড়াচ্ছে।

তাহলে কি বলতে চাইছি যে, সোশ্যাল মিডিয়াই সমস্যা? তথ্যপ্রযুক্তিই বিদ্বেষ বানাচ্ছে? ফেসবুক এবং সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে সে সময় আমেরিকা উত্তাল, সেই সময়ই কিন্তু ভারতীয় ব্র্যান্ড 'পেটিএম' এবং তার কর্তা বিজয়শেখরও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দেতে। তথ্যপ্রযুক্তি বাল, কিন্তু তার প্রয়োগ কীভাে হচ্ছে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। মার্ক জুকারবার্গ 'বাজার' বাড়াতে গিয়ে এবং সেই বাজার থেকে মুনাফা নিশ্চিত করতে গিয়ে তার প্ল্যাটফর্মে পর্ন বিকোচ্ছে না, বন্দুক, সেদিকে কম নজর দিয়েছেন। ভুল তথ্যে নিউজ ফিড উপচে পড়া ঠেকাতে যথেষ্ট ব্যবস্থা নেননি, মিথা আর সাম্প্রদায়িক প্রচার প্রতিরোধে শুধু 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স' প্রযুক্তির উপরই ভরসা রেখে আমাদের আরও সামাজিক অস্থিরতার দিকে ঠেলে দিয়েছেন। কবির জন্য বসেছে ফেসবুকের খাপ পঞ্চায়েত, আর মহিলাদের জন্য ভার্চুয়াল বস্ত্রহরণ। ঘৃণা, হিসাং, দ্বেষ ছড়ানো আটকাতে টেক-দৈত্যরা ব্যর্থ, এটা সমস্ত রিপোর্টেই পরিষ্কার। এবং বারতীয় উপমহাদেশ তার সবচেয়ে চড়া দাম দিচ্ছে।

জুকারবার্গের 'মেটা' হোক কিংবা ডোরসি-র 'টুইটার', দুটোই মার্কিন সংস্থা। ভারতীয় উপমহাদেশ তাদের 'বাজার' হতে পারে, কিন্তু মার্কিন শেয়ার বাজারই টেক-দৈত্যদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক, আমেরিকার শাসনব্যবস্থাই তাদের শিকল পরাতে পারে। তাই মার্কিন মুলুকে কী হয়, সেদিকেই তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে যৌনতা, ঘৃণা কিংবা হিংসার 'ভাইরাল' হওয়ার প্রবণতা ঠেকাতে। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রাজ্যপাল সত্যদেত্ত নারায়ণ আর্য্য শনিবার এলবার্ট এক্কা পার্ক পরিদর্শন করেছেন। ছবি ঃ নিজস্ব

# দেশ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর দেখাতে চাইছি : কুশ সেন

নাগপুর, ৬ নভেম্বর (হি.স.): যোগী অরবিন্দের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত দু''টি ছবি নির্মাণ করেছেন পুদুচেরিতে অবস্থিত যোগী অরবিন্দ আশ্রমে ধ্যান ও সাধনারত কুশ সেন। প্রথম ছবিটি ইংরেজি ভাষায় নির্মিত, যা অরবিন্দের আধ্যাত্মিক জীবনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। দ্বিতীয় চলচ্চিত্রটি বাংলা ও হিন্দি ভাষায় নির্মিত হয়েছে, যা অরবিন্দের বিপ্লবী জীবনের ওপর আলোকপাত করেছে। কুশ সেন বলেছিলেন, যোগী অরবিন্দ ছিলেন দেশ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর। ছবির মাধ্যমে সেই অবদানকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে চান। এ বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা ও তথ্য তুলে ধরে কুশ সেন বলেছেন, যোগী অরবিন্দের ওপর অনেকেই বই লিখেছেন। কিন্তু অধিকাংশই অরবিন্দের ভাবনাকে অবোধগম্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। কুশ সেন বলেছেন, অরবিন্দ ঘোষকে বোঝা এতটা জটিল নয়, সেভাবে তাঁকে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, যোগী অরবিন্দের আধ্যাত্মিক জীবনের উপর আলোকপাত করার জন্য সেন ইংরেজি ভাষায় 'দ্য ইনার ওয়ার্ল অফ অরবিন্দ আশ্রম' নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। ছবিটি এখনও পর্যন্ত ৫টি পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু কুশ সেনের আক্ষেপ হল, ওই ছবিটি মুক্তি দিতে পরেননি। কুশ সেনের মতে, যোগী অরবিন্দ জীবনের শুরুতে একজন বিপ্লবী ছিলেন। বিগত ২৫ বছর ধরে অরবিন্দের বৈপ্লবিক দিকটি বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে চলচ্চিত্র নির্মাণের স্বপ্ন দেখছিলেন কুশ সেন। এই স্বপ্ন সত্যি হল 'বন্দে মা তরম' ছবির মাধ্যমে। কুশ সেন বলেছেন, অর্থের অভাবে অরবিন্দের বৈপ্লবিক কাজের ওপর ছবি বানানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু বিমুদ্রাকরণে তাঁর বন্ধু স্বল্প পরিমাণ অর্থ প্রদান করেছিলেন। এর ফলে উৎসাহ পেয়েছেন কুশ সেন। বন্ধুর কাছ থেকে ঋণ এবং অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ নিয়ে কুশ সেন ছবিটি নির্মাণে মনোনিবেশ করেন। দেশে করোনা-লকডাউন ঘোষণার ঠিক আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল কুশ সেনের ছবি। কিন্তু সহযোগিতার অভাবে এখনও পর্যন্ত মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই ছবির জন্য কুশ সেন এখন সাহায্য চাইছেন। ফলে তিনি সাহায্যের জন্য সারাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মূলত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চরিত্রের উপর ইতিহাস ও ছবিতে মনোনিবেশ করেন কুশ সেন। কুশ সেন বলেছেন, এই ছবির মাধ্যমে অরবিন্দের মহান বিপ্লবী রূপকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরাই একমাত্র লক্ষ্য।

# মহারাষ্ট্রের হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, মৃত ১০

মুম্বই, ৬ নভেম্বর (হি. স.) : ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড মহারাষ্ট্রের আহমেদনগরের হাসপাতালে। শনিবার হাসপাতালের আইসিইউতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন ১০ জন। আরও একজন গুরুতর জখম। দমকলকর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন নেভানো গিয়েছে। কী করে আগুন লাগল তা এখনও জানা যায়নি। তবে প্রাথমিক অনুমান থেকে মনে করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে। টুইট করে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

জেলাশাসক রাজেন্দ্র ভোঁসলে জানান, যেখানে আগুন লাগে সেই ওয়ার্ডটি কোভিড রোগীদের জন্য। ১৭ জন রোগী সেখানে ভর্তি ছিলেন বলেই খবর। সেখানেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন সকালে ঘটে যায় ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। ১০ জনই মারা গিয়েছেন। বাকিদের অন্য হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে দমকলের ধারনা ইলেকট্রিক্যাল শর্ট সার্কিটের কারণেই এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তদন্ত শুরু হয়েছে। এদিনের ঘটনায় অমিত শাহ টুইট করেন, 'আহমেদনগরে সিভিল হাসপাতালে আগুন লাগার ঘটনায় আমি অত্যন্ত ব্যাথিত। এই দুঃখের সময় শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি আমার সমবেদনা রইল। যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁরা দ্রুত সেরে উঠুন কামনা করি।'

এই ঘটনায় মৃতদের পরিবারের প্রতি শোক প্রকাশ করে টুইট করেন মহারাষ্ট্রের বিরোধী দলনেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। ফড়নবিশ লেখেন, 'খুবই হতাশার খবর এসেছে নগর থেকে। নগর সিভিল হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে যাঁরা নিজেদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। যাঁরা আহত তাঁরা যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন সেই কামনা করি। এই ঘটনা খতিয়ে দেখে তদন্ত করতে হবে। যারা এর জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

আহমেদনগরের ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির বিধায়ক সংগ্রাম জগতপ এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, ''আজ আহমেদনগর সিভিল হাসপাতালে আগুন লাগে। অনেকের প্রাণহানি হয়েছে। নিশ্চিত ভাবে সমস্ত রকম তদন্ত করা হবে।''

# তিনদিন বিজেপির বিধায়ক-শূন্য হবে অসম, রাজ্যে পুনরায় উপনির্বাচনের সম্ভাবনা, বলেছেন ভবেশ

রঙিয়া (অসম), ৬ নভেম্বর (হি.স.) : ১২ নভেম্বর থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত অসম বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত বিধায়ক-শূন্য হয়ে যাবে অসম। কারণ, এই তিনদিন মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে বিজেপি বিধায়কদের কর্মশালা।

দলের প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা আজ শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এখানে বলেছেন, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃ মুম্বাইয়ে আয়োজন করেছেন অসমের বিধায়কদের এক কর্মশালা। দলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বিধায়কদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে অনুষ্ঠেয় শিবিরে। শিবির চলবে ১২ নভেম্বর থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত।

ভবেশ কলিতা জানান, তিন দিবসীয় ওই শিবিরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার পাশাপাশি অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রমুখ বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা অংশগ্রহণ করবেন। এতে অসমে এই তিনদিন বিজেপির কোনও বিধায়ক থাকবেন না।

এক প্রশ্নের জবাবে প্রদেশ সভাপতি কলিতা বলেন, অসমে আবারও উপ-নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, এবার বিটিআর-এর অন্য দলের কয়েকজন এমসিএল যোগদান করবেন বিজেপিতে। তার পরই দু-একটি কেন্দ্রের বিধায়ক যোগদান করবেন বিজেপিতে। তাই তাঁর ধারণা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের ছেড়ে যাওয়া মাজুলি আসনের সঙ্গে আরও দু-একটি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে উপ-নির্বাচন। সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা।

# পৃথক দুটি জেলা গঠনের দাবিতে আগামী ৮ নভেম্বর ১২ ঘণ্টার ডিমা হাসাও জেলা বনধ-এর ডাক

হাফলং (অসম), ৬ নভেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলাকে দুভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠনের দাবির ভিত্তিতে আগামী ৮ নভেম্বর ১২ ঘণ্টার জেলা বনধ-এর ডাক দিয়েছে ইন্ডিজেনাস পিপলসফোরাম।

২০১০ সালের ৩০ মার্চ উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার নাম বদল করে ডিমা হাসাও জেলা বলে নামাকরণের পর থেকে এনসি হিলস ইন্ডিজেনাস পিপলসফোরাম ডিমা হাসাও জেলাকে ভারতীয় সংবিধানের ২৪৪ (২) ও ২৭৫ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দ্বিখণ্ডিত করে পৃথক জেলা ও পৃথক স্বশাসিত পরিষদ গঠনের দাবি জানিয়ে আসছে। এমন-কি পৃথক জেলা গঠনের ইস্যুতে অ-ডিমাসা উপজাতি জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত ইন্ডিজেনাস পিপলসফোরামের সঙ্গে রাজ্য সরকারের বহুবার আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার পরও তাদের এই দাবি নিয়ে রাজ্য সরকার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ করেছেন ইন্ডিজেনাস পিপলসফোরামের সাধারণ সম্পাদক এল লিমা কেভম।

তাই তিনি বলেন, আগামী ৮ নভেম্বর পৃথক জেলা গঠনের দাবি নিয়ে ১২ ঘণ্টার ডিমা হাসাও জেলা বনধ-এর ডাক দেওয়া হয়েছে। বনধ শুরু হবে ৮ নভেম্বর সকাল ৫-টা থেকে চলবে বিকেল ৫-টা পর্যন্ত। তবে বনধের আওতা থেকে রেবাই দেওয়া হবে অত্যাবশ্যক সামগ্রী, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কিত যানবাহন ও ফার্মাসি, শিশুখাদ্য, দুগ্ধ, সংবাদ মাধ্যমের গাড়িঘোড়াকে।

# নগাঁওয়ে গ্রেফতার আন্তঃরাজ্য মোবাইল চোরচক্রের দুই চাঁই, উদ্ধার ১৩৪টি চুরির হ্যান্ডসেট

নগাঁও (অসম), ৬ নভেম্বর (হি.স.) : রাতভর অভিযান চালিয়ে নগাঁও পুলিশ আজ শনিবার আন্তঃরাজ্য মোবাইল ফোনের চোর চক্রের দুই চাঁইকে গ্রেফতার করেছে। তাদের হেফাজত থেকে ১৩৪টি চুরির মোবাইল ফোনের দামি হ্যান্ডসেট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

হয়বরগাঁও পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সাব-ইনস্পেক্টর তরঙ্গ পাটোয়ারি এই খবর দিয়ে জানান, গতকাল গোটা রাত তাঁর নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়েছিল পুলিশের এখ দল। অবশেষে আজ ভোরের দিকে আন্তঃরাজ্য মোবাইল ফোনের চোরচক্রের দুই চাঁইকে তাঁরা আটক করে থানায় নিয়ে আসেন। ধৃতরা যথাক্রমে ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জের রাজকুমার এবং সনু কুমার নুনিয়া। তাদেরকে জেরার সূত্রে নানা স্থানে হানা দিয়ে ১৩৪টি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ অফিসার তরঙ্গ পাটোয়ারি জানান, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, তাদের মাধ্যমে মোবাইলের চোরচক্রের আরও সাঁকরেদকে আটক করা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

# ত্রাণকার্যেও মহিলাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি তালিবানের

কাবুল, ৬ নভেম্বর (হি. স.) : স্কুল-কলেজ ও কর্মক্ষেত্রে আগেই মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল তালিবান। এবার ত্রাণ বিলি করার কাজেও মহিলাদের নিষিদ্ধ করল জেহাদিরা।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' জানিয়েছে, মহিলা মানবাধিকার কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের উপর রাশ টেনেছে তালিবান। জেহাদিরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এমন কাজ করতে পারবে না আফগান নারীরা। আফগান সংবাদমাধ্যম টলো নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মানবাধিকার সংগঠনটির নারী অধিকার বিষয়ক বিভাগের ডিরেক্টর হিদার বার বলেন, "ত্রাণ বিলি করার কাজে মহিলাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তালিবান। এর ফলে অনেকেই জীবনদায়ী খাবার ও ওষুধ পাচ্ছেন না। আফগানিস্তানে মানবিকতার খাতিরে দুস্থদের মদতে এগিয়ে এসেছে অনেকে। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে মহিলাদের কাজ করতে দিতে হবে এমন কোনও শর্ত কেউ আরোপ করেনি। দুস্থদের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিতে মহিলা কর্মীদের প্রয়োজন পরিস্থিতি তৈরি করেছে।" আফগান সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বর্তমানে আফগানিস্তানের ৩৪টি প্রদেশের মধ্যে মাত্র তিনটি প্রদেশে মহিলা স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রেও বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছে তালিবান। যেমন কাজের সময় সংশ্লিষ্ট মহিলাকর্মীর সঙ্গে পরিবারের কোনও পুরুষকে থাকতে হবে। তবে বাস্তবে দেখা গিয়েছে তেমনটা সম্ভব নয়। ফলে দেশটিতে ত্রাণকার্য চালিয়ে যাওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

# মেঘালয়ের রি-ভইয়ে স্থাপিত হবে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় : মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

শিলং, ৬ নভেম্বর (হি.স.) : মেঘালয়ের রি-ভই জেলায় স্থাপিত হবে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। জানিয়েছেন রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টন টিনসং। উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টন টিনসং জানান, রি-ভইয়ের কিরডেম কুলাইতে রাজ্য ভেটেরিনারি, ডেয়ারি এবং ফিশারিজ সায়েন্স ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করতে রাজ্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া বিল এবং বিস্তারিত বিবরণ তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এই সিদ্ধান্তের আর্থিক প্রভাবও চাওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে। তিনি বলেন, খসড়াটি মন্ত্রিসভায় উত্থাপনের পর এতে অনুমোদন দেবে সরকার।

প্রেস্টন টিনসঙের মতে, এই বিশ্ববিদ্যালয়টি কিরডেম কুলাইয়ে স্থাপন করার উদ্দেশ্য হল, ওই এলাকায় পশু পালন ও পশুসম্পদ বিভাগের প্রায় ৮০০ একরের বেশি জমি রয়েছে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যে ন্যাশনাল ল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব নিয়েও মন্ত্রিসভায় আলোচনা করেছে। তিনি বলেন, এর আগেও ন্যাশনাল ল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু প্রস্তাবটি ফেরত পাঠানো হয়েছিল। কারণ ন্যাশনাল ল স্কুল স্থাপনের ব্যাপারে চূড়ান্ত খসড়ার সূক্ষ্ম বিষয়গুলিকে সংযুক্ত করা ছিল না।

# শিক্ষা ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ পুনরায় আত্মনির্ভরশীলতার দিকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে, শিবসাগর মহাবিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে বলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

শিবসাগর (অসম), ৬ নভেম্বর (হি.স.) : উজান অসমের বিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হল শিবসাগর মহাবিদ্যালয়। আগামীদিনে এই মহাবিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী মেডিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিঙে যোগদান করতে পারবেন। কেবলমাত্র গুয়াহাটি নয়, আইআইটির মতো জাতীয়স্তরের প্রতিষ্ঠানেও যাতে শিবসাগর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যোগদান করতে পারেন সে বিষয়েও এখন থেকে চিন্তাচর্চা শুরু করা প্রয়োজন। এর জন্য যদি জাতীয় স্তরে উন্নতমানের কোনও কোচিং সেন্টারের সঙ্গে টাই-আপ করার প্রয়োজন হয়, তা হলে রাজ্য সরকার সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। আজ শনিবার শিবসাগর মহাবিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী উদযাপন সমারোহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে নিজের ভাষণে কথাগুলো বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মহাবিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল থেকে পাঁচ কোটি টাকার সহায়তা রাশিরও ঘোষণা আজ করেছেন তিনি। আগামী তিন বছরের মধ্যে শিবসাগর মহাবিদ্যালয়কে কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত করা যায়, সে বিষয়ে এখন থেকে প্রস্ততি শুরু করার জন্য এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগুর প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীতকরণের জন্য শিবসাগর মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন এবং বর্তমান শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের প্রতিও আবেদন রাখেন তিনি। সেই সঙ্গে রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শরৎ মহন্তের নামে একটি অডিটোরিয়াম হল-এর শিলান্যাসও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড়শর্মা।

মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রদত্ত ভাষণে বলেন, ৭৫ বছর আগে পরাগধর চলিহা, পদ্মধর চলিহার মতো নমস্য ব্যক্তিগণ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূচনা করে শিক্ষার যাত্রা শুরু করেছিলেন। সেই সময় পরাধীন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে ছিল। শিক্ষানুরাগী পরাগধর চলিহা, পদ্মধর চলিহার মতো গুণীজনেদের উদ্দেশ্য ছিল, শিক্ষার মাধ্যমে এক বিপ্লবের সূচনা করা। যাতে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে রাষ্ট্র এবং জাতিকে মুক্ত করা যায়। সে ক্ষেত্রে তাঁরা আজ সফল হয়েছেন, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজকের দিনে ভারতবর্ষ সমগ্র বিশ্বের সামনে এক উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। সম্পূর্ণ দেশীয় গবেষণায় ভারত আজ মঙ্গলে পাড়ি দিয়েছে। চন্দ্র জয়েরও অনেক কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে আত্মনির্ভর ভারতবর্ষ। তক্ষশীলা এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র বিশ্বকে পথ দেখিয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ পুনরায় আত্মনির্ভরশীলতার দিকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে বলেও দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গবেষণার মাধ্যমে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে ভারত আজ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে এক শক্তিশালী পারমাণবিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির আঁতুর ঘর হল ভারতবর্ষ। বেদ সৃষ্টির আদি থেকে ''প্রজ্ঞানন ব্রহ্ম''-এর মতো মহাবাক্যের কারণে আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থানই হল পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। পাঁচ হাজার বছর পুরনো সনাতন সভ্যতার ধ্বজা বহন করে চলছে মহান ভারতবর্ষ। মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা আরও বলেন, সে সময় রোমান, গ্রিক সহ বিভিন্ন সভ্যতার সূচনা হলেও, শুধুমাত্র জ্ঞান ও প্রজ্ঞানের অন্বেষণই ছিল ভারতীয় সভ্যতার মূল লক্ষ্য। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই যে সভ্যতা জ্ঞান এবং প্রজ্ঞানের অন্বেষণ নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, সেই সভ্যতা অনন্তকাল ধরে প্রবহমান থাকবে। যে জাতির মূল চালিকাশক্তিই হল জ্ঞান এবং প্রজ্ঞানের অন্বেষণ, সেই জাতি গৌরবের সঙ্গে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবে। জ্ঞান এবং প্রজ্ঞান থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি পৃথক নয়।

ড় শর্মা বলেন, ১৫০০ শতাব্দিতে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব আক্ষরিক অর্থে অসমিয়া জাতির প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন। দু'দু-বার ভারত ভ্রমণের মাধ্যমে জ্ঞান ও প্রজ্ঞানের অন্বেষণ করে অসমিয়া জাতিকে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম করেছিলেন মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব। অসমিয়া জাতির নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের হাত ধরেই, বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মহারজত জয়ন্তী সমারোহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে ঐতিহ্যমণ্ডিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, সু-অভিনেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামের দুরন্ত সৈনিক পদ্মধর চলিহা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম কারিগর তথা প্রাক্তন অধ্যক্ষ, স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিক্ষাবিদ, সংগীতজ্ঞ, পরাগ চলিহার আবক্ষ প্রতিমূর্তি উন্মোচন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। আজকের অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু, রাজস্ব ও দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের মন্ত্রী যোগেন মোহন, দুই সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা ও তপন কুমার গগৈ, বিধায়ক ধর্মেশ্বর কোওঁর, থাওড়ার নবনির্বাচিত বিধায়ক সুশান্ত বড়গোহাঁই, পরাগ চলিহার সহধর্মিনী দিপালী চলিহা, ওএনজিসি-র কার্নির্বাহী অধিকর্তা আরকে শর্মা, শিবসাগর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড় প্রফুল্লচন্দ্র কলিতা সহ কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমানের শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী এবং সর্বস্তরের কর্মচারী ও স্থানীয় বহু বিশিষ্ট নাগরিকগণ।

# সরকারের কর্মকান্ড বাংলাদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অনাস্থার কারণ ঘটিয়েছে: বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

মনির হোসেন,ঢাকা,০৬ নভেম্বর।। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে সরকারের মন্ত্রীদের ''দ্বিচারিতা'' ও বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেছেন, সরকারের কর্মকান্ড এ দেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অনাস্থার কারণ ঘটিয়েছে। হিন্দুদের মন্দির, পূজামণ্ডপ, দোকানপাট, বাসাবাড়িতে হামলা-ভাঙচুর -লুটপাট এবং হতাহতের ঘটনা নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্যকে ''দায়িত্ব ও কাণ্ডজ্ঞানহীন'' হিসেবে মন্তব্য করে নেতারা তাকে ধিক্কার জানিয়ে আগামী ১২ নভেম্বর সারা দেশে ''ধিক্কার মিছিল'' কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন।

শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে ঐক্য পরিষদের নেতারা এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ সময় তারা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে তার গত ২ নভেম্বরের বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জানান। নেতারা বলেন, ওবায়দুল কাদের সত্য কথা তুলে ধরেছেন।

''সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন নয়, সাক্ষী সুরক্ষা আইন করবে সরকার- আইনমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, এই ইউটার্ন আমাদের হতবাক ও বিস্মিত করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত। তিনি পূজামণ্ডপে হামলার পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, ১৩ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে ২৭ জেলায় মোট ১১৭টি মন্দির বা পূজামণ্ডপে হামলা হয়েছে। মোট আক্রান্ত বসতবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩০১ এবং মোট নিহত হয়েছেন নয় জন। এর মধ্যে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন চার জন। তিনি বলেন, বিগত দিনগুলোতে আমাদের দেশের কোনো রাজনৈতিক দল ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর নির্বিচারে সাম্প্রদায়িক হামলার হচ্ছে, এমনটা কখনোই স্বীকার করতে চায়নি। অনেকেই এ ঘটনাগুলোকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এবারও দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সাম্প্রদায়িক হামলা নিয়ে দোষারোপের রাজনীতি করে চলেছে। এর মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে তারা স্বীকার করে নিয়েছে যে অতীতেও এমন হামলা হয়েছে, আজও হচ্ছে এবং দায়মুক্তির সংস্কৃতির কারণে তা চলছে।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক সহিংসতা নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি আমাদের ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করেছে। সামগ্রিক ঘটনাকে লঘু করে দেখাবার তার প্রবণতা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আন্তর্জাতিক মহলে ক্ষুণ্ণ করেছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিবৃতিতে পবিত্র কোরআন শরীফ যিনি কুমিল্লার পূজামণ্ডপের হনুমানের মূর্তিতে রেখেছিল তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন ও ভবঘুরে বলে মূল ঘটনাকে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এ দায়িত্ব ও কাণ্ডজ্ঞানহীন বিবৃতির জন্যে আজকের সংবাদ সম্মেলন থেকে আমরা তাকে ধিক্কার জানাই এবং আগামী ১২ নভেম্বর বিকেল ৪টায় সারাদেশে ''ধিক্কার মিছিল'' আয়োজনের কর্মসূচি ঘোষণা করছি। ঢাকায় এ কর্মসূচি শাহবাগ চত্বরে এবং চট্টগ্রামে প্রেস ক্লাব চত্বরে পালিত হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে ঐক্য পরিষদের সভাপতি ঊষাতন তালুকদার ও দুজন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নিম চন্দ্র ভৌমিক ও নির্মল রোজারিও এবং ইসকন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী বক্তব্য দেন।

# হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

## খুব মজাদার স্বাদে ইলিশের কিমা

কিমা ইলিশ —

উপকরণ — ইলিশ মাছ— ৫০০ গ্রাম, ছোলার ডাল (বাটা) —২ চাপ, মাটনকিমা— ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজবাটা— ২ টো, আদাবাটা— ২ চামচ, রসুনবাটা— ১ চামচ, কাঁচালঙ্কাবাটা—৪-৫ টা, টম্যাটো পেস্ট— ১ টা, পতিলেবুর রস—২ চামচ, নুন স্বদমতো হলুদগুঁড়ো সামান্য, তেল প্রয়োজনমতো।

প্রণালী — প্রথমে একটা কবড় বোলে মাটনকিমা নিন। এবার এতে পেঁয়াজবাটা, আদাবাটা, রসুনবাটা, কাঁচালঙ্কাবাটা, টম্যাটো পেস্ট, হলুদগুঁড়ো , স্বাদমতো নুন ও তেল দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে একঘন্টা পর ওই মিশ্রণটা মিক্সিতে দিয়ে মিহি করে পেস্ট তৈরী করুন। এবার এই মিশ্রণের মধ্যে ছোলার ডালবাটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে ফেটিয়ে নিন। তারপর ইলিশ মাছয়গুলো ধুয়ে, সামান্য নু ও হলুদগুঁড়ো মাখিয়ে রাখুন। এরপর পাত্রে তেল গরম করে মাছকগুলো খুব হালকা করে ভেজে তুলে নিন। তারপর ওই পাত্রেই অরা একটু বেশি করে তের গরম কবুন। এবার আগে থেকে ভেজে রাখা ইলিশ মাছগুলো ওই ছোলার ডাল ও কিমার মিশ্রণে মাখিয়ো তেলে ছড়ুন। ঢিমে আঁচে সেগুলো লালচে করে ভেজে তুলুন। তারপর স্যালাড ও সসের সঙ্গে পরিবেশন করুন কিমা ইলিশ।

বেক্‌ড ইলিশ হরিয়ালি

উপকরণ — ইলিশ মাছ— ৬০০ গ্রাম, পুদিনাপাতাবাটা— ১ চাপ, ধনেপাতাবাটা-৩ ৪ চামচ, আদাবাটা---২ চামচ, কাঁচালঙ্কাবাটাড ৫-৬ টা, জায়ফলগুঁড়ো-১ চামচ, ক্যাপসিতাম (গ্রেট করা) ২ টো, নুন ও চিনি স্বাদমতো, হলুদগুঁড়ো সামান্য, মাখন প্রয়োজনমতো।

প্রণালী ঃ—

মাছের টুকরোগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে একটা বড় বোলে রাখুন। এবার ওই বোলে একে একে পুদিনা পাতার বাটা ধনে পাতাকবাটা, আদাবাটা, কাঁচালঙ্কাবাটা, জায়াফলগুঁড়ো, গ্রেট করা ক্যাপসিকাম, সামান্য হলুদগুঁড়ো স্বাদমতো নুন ও চিনি দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে বেশ কিছুক্ষণ রেখে দিন। তারপর মাইক্রোওভেন বোলে মাখন মাখিয়ে মিশ্রণটা ঢেলে দিন। এবার সেটা মাইক্রোওভেনে ঢুকিয়ে ২০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বেক করে নামিয়ে নিন।

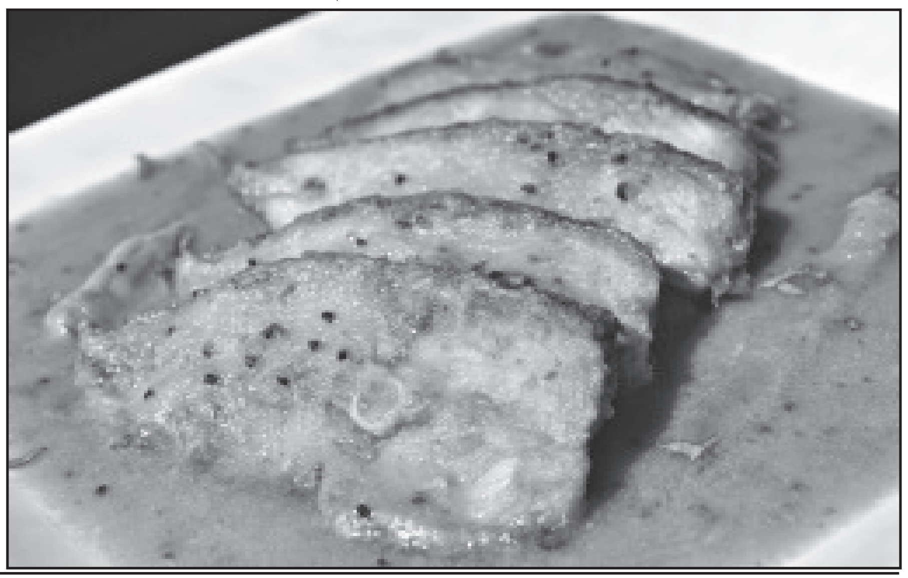

## নারিকেল তেল নিয়ে দু-চার কথা

চুলের যত্নে আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত একটি উপাদান হল নারিকেল তেল। তবে শুধু চুলের জন্য নয়, ত্বকের যত্ন, অবসাদ দূর করতে এমনকি ওজন কমাতেও যে নারিকেল তেল দারুণ কার্যকর এটা অনেকেরই অজানা।

শুধু শরীরের বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য নয়, ভোজনযোগ্য নারিকেল তেল হরমোনের ব্যালেন্স নিয়ন্ত্রণ করে, শক্তি সঞ্চয় করে থাকে। স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে নারিকেল তেল ব্যবহারের বেশ কিছু সুফল তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল।

১। প্রতিদিন দুই টেবিল চামচ নারিকেল তেল খাবার অভ্যাস হজমে সহায়তা করে।

২। কিছু কিছু তেল অতিরিক্ত তাপে রান্না করা হলে এর পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়। তবে নারিকেল তেলে এই ধরনের সমস্যা হয় না।

৩। রুটি টোস্ট করার সময় ঘরে মাখন না থাকলে চিন্তার কিছু নেই। মাখনের বদলে ভোজনযোগ্য নারিকেল তেল ব্যবহার করতে পারবেন।

৪। যে কোনো ঋতুতে ঠোঁট ফাটা রোধে দারুণ কার্যকরী নারিকেল তেল। সরাসরি ঠোঁটে ব্যবহার করলে ঠোঁট ফাটা কমে যাবে।

৫। শেইভিং ক্রিম শেষ! এর বদলে নারিকেল তেল লাগিয়ে শেইভ করতে পারেন। আরো নিখুঁত শেইভ হবে, সঙ্গে সঙ্গে ত্বকে নমনীয়তাও বজায় রাখবে।

৬। কেক, ব্রাউনি পাউ, যে কোনো কিছু বেইকিংয়ের সময় ব্যবহার করতে পারেন ভোজ্য নারিকেল তেল।

৭। দিন শেষে সঠিকভাবে মেইকআপ না উঠালে, ত্বকের ক্ষতি মেইকআপ উঠিয়ে ফেলা জরুরি। মেইকআপ রিমুভার হিসেবে দারুণ কাজ করে নারিকেল তেল। আর সেই সঙ্গে চোখেরক মেইকআপ তুলতেও আদর্শ এই তেল।

৮। অনেক সময় মুটিয়ে যাওয়ার কারণে বা অন্য কারণে দেহে ফাটা দাগ পড়ে। আর এই দাগ দূর করতে দিনে দুই বা তিন নারিকেল তেল লাগালে হালকা হয়ে যাবে। ত্বকে নমনীয়তার জন্য প্রতিদিনই ব্যবহার করা যায় নারিকেল তেল। উশখোশকো চুলে সামান্য একটু নারিকেল তেল লাগিয়ে নিলে চুলে জৌলস ফিরে পাবেন। পায়ের গোড়ালি ফাটার সমস্যা অনেকেরই আছে। নারিকেল তেলের সঙ্গে লবণ মিশিয়ে স্ক্রাবার তৈরি করে তা দিয়ে পায়ের গোড়ালি ঘষলে মরা চামড়া উঠে আসবে।

## মুখের রূপচর্চা

ঢাকের আওয়াজ যখন কানে যায় তখন দেখা যায় পুজোর বাকি আর মাত্র কয়েকটি দিন।

যতদিন যাচ্ছে, আর মাত্র আলোর রোশনাই, থিমপুজো, মানুষের খরচা করার সামর্থ্য বা খানিকটা পাগলামো ক্রমশ বেড়েই চলছে। এত ঝকঝকে চারদিকের মাঝখানে, নতুন জামাকাপড়ের, সামনে সবচেয়ে ম্লান, সবচেয়ে বেমানান মনে হয় আমার নিজের চেহারাটা। এই উপলব্ধি আবালবৃদ্ধিবনিতার। তাই তিন সপ্তাহে যদি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করতে চান তবে ফরমুলেটেড, ফেসিয়াল, রেসটোর হেয়ার স্পা ও লোমি লোমি অবশ্যই করিয়ে নিন।

নারী পুরুষ নির্বিশেষে পরিচ্ছন্ন থাকাটা কিন্তু বাধ্যতামূলক। পুজোয় সাংঘাতিক রং মেখে ভয়ংকর হেয়ারস্টাইল করে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা বাধ্যতামূলক নয়, খুব জরুরি ও নয়। কিন্ত নিজেকে দৃষ্টিনন্দন রাখাটা জরুরি।

প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রবল বিজ্ঞাপনের চাপ এবং সঙ্গে বিভিন্ন মলের সেলস্ পারসনের সামনে মানুষ দিশেহারা। কোনটা খাবে, কোনটা মাখবে। স্পষ্টভাবে একটা কথা জেনে রাখবেন, হারিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া যৌবন কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক রূপচর্চাই ১০০ ভাগ ফিরিয়ে দিতে পারে না। কোনো প্রফেশনাল এস্থেটিশিয়ানের কাছে কোনো ক্লিনিকাল ট্রিটমেন্ট করিয়ে দৈনন্দিন বিউটি রেজিন বা যত্ন--- দুটোই একসঙ্গে চালালে তবেই কিন্তু ১০০ ভাগ ফল পাওয়া সম্ভব। মেডিক্যাল স্টোরে বা ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনে নিজের চিকিৎসা করা যেমন অসম্ভব, তেমনই বিউটি প্রোডাক্ট কিনে নিজের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা নিজেকে গিনিপিগ তৈরি করার মতোই নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।

সবসময় প্রোফেশনালের সাহায্যে নিজের বিউটি ডিজাইন তৈরি করে নিন, যিনি আপনার জন্য উপযুক্ত কোনটা বলে দিতে পারবেন। একজনের সঙ্গে আরেক জনের বিউটি রেজিন কখনো হুবহু এক হতে পারে না।

## গরম লাগলে কী খাবেন ?

বিশুদ্ধ ঠান্ডা জল। শুদ্ধ বলতে আলট্রাভায়োলেট রে ও রির্ভাস অসমোসিস পদ্ধতিতে ও ফিল্টার করা জল। এরকম যন্ত্র এখন বাড়িতে, অফিসে, হাসপাতালে। যন্ত্র নেই এমন জায়গায় এক বোতল শুদ্ধ জল সঙ্গে নিন। রাস্তাঘাটে তেষ্টা পেলে ওই জল। না থাকলে ডাবের জল। পনেরো কুড়ি মিনিট করে টগবগ করে ফোটানো জল ঠান্ডা করে। সাধারণ ফিল্টার ব্যবহার করলে ফিল্টার বেড নিয়মিত পরিষ্কার করতে ভুলেও ভুলবেন না.

রাস্তাঘাটের ঘন্টি বাজানো আখমাড়াই কলের মবিলেমেশা আখের রস নাই বা খেলেন। ভুলেও খাবেন না রাস্তাঘাটের নিম্বুপানি, মনকাড়া হলুদ সবুজ শরবত। ফলের রস খেলে গ্লাসটা ভালোভাবে ধোঁয়া কি না দেখে নিন।জলই ভোগান্তির দূত। যেখানে সেখানে জল খেয়ে জীবাণু বা ভাইরাস শরীরে ঢুকলে যখন তখন পেটে মোচড়। নুন চিনির জলে কাজ না হলে শিরায় স্যালাইন। গাদ্যগুচ্ছের ওষুধ। আটকে দিন। সাবধানে জলপান করুন। অবাধ জলপান যত্রতত্র নয়।

হোটেল রেঁস্তোরায় খাবার যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন। ভুলেও খাবেন না। মাঠি ওড়া বা মাছি বসা খাবার। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে ভালো করে না ধোঁয়া থালা বাটিতে নোংরা হাতে পরিবেশন করা খাবার। যেমন ডাল, ভাত, সুক্তো, সব্জী, ডিম, মাছের ঝোল। ডিম খেলে পেট গরম হয় না। খিঁচুড়িতেও না। বেশি তেল মশলা দেওয়া খাবার থেকে একটু দূরে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। গোলবাড়ির রেঁস্তোরার বাইরে দাঁড়িয়ে লা-জবাব গন্ধ নিন আমার মতো। ভেতরে নাই বা ঢুকলেন।

দুধ, ছানা, টাটকা ফল, মিষ্টি, বিউলির ডাল, জ্যান্ত মাছের ঝোল, উচ্চে বেগুন, পটল, ভেন্ডি, গাজর খান। সেদ্ধ বেশি খান। ডালনা কম। খান ঘরে পাতা টক দই। সম্ভব না হলে আমূলের মাখনগোলা দুধ থেকে তৈরি দই বা ইয়োগার্ট। নিরামিষ খেলে দিনে চারশো গ্রাম পর্যন্ত দই খেতে পারেন। পুষ্টি আর হজম, লাভ দুদিকে। বিফলে মূল্য ফেরত চাইতে ভুলবেন না।

চা খান, কফি কম। টাটকা খাবার খান, বাসি বা টকে যাওয়া খাবার নৈব নৈব চ! এবেলার খাবার খান, বাসি বা টকে যাওয়া খাবার নৈব নৈব চ! খাবার ফ্রিজ থেকে বের করে ঘরের তাপমাত্রায় এনে ভালো করে ফুটিয়ে তবেই খান।

এবেলার বেঁচে যাওয়া ভাত ওবেলা আরো দুটি চালের সঙ্গে ফুটিয়ে ভুলেও খাবেন না। এতে ব্যাসিলাল সেরিয়াস জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে। স্যালাইন টানতে ছুটতে হতে পারে। গরম তেতে পুড়ে এসে ছায়ায় না জিরিয়ে ঠান্ডা জল খাবেন না। ভুলেও কাঠফাটা রোদ্দুরে হিমশীতল জল বা নরম পানীয় নয়। ফ্রিজের জল ঢকঢক করে খাবার অভ্যেস আছে আপনার? অনুগ্রহ করে অভ্যাসটা এবার ছাড়ুন। ছাড়ুন ভাজাপোড়া, রাস্তার কাটা ফল বনস্পতি মেশানো দই খাওয়া। জল দেওয়া ভাত বা পান্তা ভাত খান লেবু লংকা সহ। মুখে দিলে গরম উধাও। আহা রে কি পুষ্টি! তীব্র দহন জ্বালা। পুরো জ্বলে পুড়ে খাক। প্রকৃতির অগ্নিবাণে এখন আমাদের ভাজা ভাজা অবস্থা। কালবৈশাখীর জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকলে সান স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মৃতের তালিকায় আরো অনেক নাম যুক্ত হয়ে যেতে পারে। তাই চাচা আপন প্রাণ বাঁচা পন্থা অবলম্বন করে নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থা নিজেদেরই করা উচিত।

সর্দি কাশির ধাত না থাকলে এই তীব্র অসহ্য গরমে শরীরকে ঠান্ডা রাখার জন্য দিনে দুবার ভালোভ্রবে স্নান করা দরকার। শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে বেশ জমিয়ে স্নান করতে হবে। মাথার ওপর জল পড়লে শরীরের হিট রেগুলেটিং সেন্টার ঠিকঠাক থাকবে। ঠিকভাবে কাজ করতে পারবে। এর ফলে হজমের গন্ডগোল হতেই পারে। এবং এই গন্ডগোলের হাত ধরেই এসে পড়ে আরো অন্যান্য উপসর্গ। যাদের হার্টের সমস্যা রয়েছে তারা এই হজম সংক্রান্ত সমস্যার জাতাকালে পড়ে আরো কষ্ট পান। ব্লাড প্রেশার , কোলেস্টেরল ও সুগার আরো বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মেটাবলিজমগুলো চেঞ্জ হয়ে যায়। তাই এইসময় শরীরকে যেনতেন প্রকারেণ ঠান্ডা রাখতে হবে। যারা অনিদ্রার রোগী তারা ঘুমোতে যাওয়ার আগে ভালোভাবে হাত, পা, মুখ ঘাড়েও গলায় ঠান্ডা জল বুলিয়ে নিতে পারে।

## পুজোয় খাবারের চার্ট

বাঙালির বারো মাস তেরো পার্বণ, তবে পুজো পার্বণই বলুন কি উৎসব বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদোৎসব। পুজো মানেই দেদার মজা, হইচই, হুল্লোড়, প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘোরাঘুরি, আড্ডা আর তার সঙ্গে জমিয়ে খাওয়া দাওয়া। তবে বলতে দ্বিধা নেই, ইদানিং অনেকেই দেখছি প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘোরাঘুরির বদলে বন্দুবান্ধব আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে রেস্তোঁরা বা বাড়িতেই ভালোমন্দ খাওয়া দাওয়ার মধ্য দিয়ে পুজোর মজা পুরোপুরি উপভোগ করছেন। মোটের ওপর দুর্গাপুজো আর খাওয়া দাওয়া যেন একে অন্যের পরিপূরক। আগেকার দিনে এত রেস্তোঁরা রীতি না থাকায় বাড়িতেই চলত নিরলস আড্ডা আর জমিয়ে খাওয়া দাওয়া। তবে লাইফস্টাইলের পরিবর্তনের স ঙ্গে সঙ্গে এখন যন্ত্রনির্ভর শারীরিক পরিশ্রম কমে গিয়ে আয়েসের মাত্রা বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে অতিরিক্ত ফ্যাট ও চিনি ও ক্যালরি সমৃদ্ধ, ফাস্টফুড এবং জাঙ্কফুড খাওয়ার প্রবণতা। তবে উৎসবের দিনগুলোতে দেদার খেয়েদেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ার কোনো মানে হয় না। তাহলে সব উৎসবের মেজাজই নিমেষে মাটি। তাই বাড়িতেই হোক বা রেস্তেরায় হোক বা যাই খান না কেন একটু ভেবেচিন্তে খেলে শরীরও যেমন ভালো থাকে, তেমনি আনন্দও উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

বাঙালির মতো এমন জাতীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি রক্ষাকারী জাতি সম্ভবত পৃথিবীতে আর নেই। অর্থাৎ পুজোর মরশুমে বাঙালি দিনের বেলায় যদি ডাল, ভাত, শুক্তো, চচড়ি, পাতুরি অম্বলে ষোলোআনা ইন্ডিয়ান চাইনিজ, ইতালিয়ান বা কন্টিনেন্টালের হাত ধরে হতেই পারে খাঁটি ভিনদেশি।

মোটের ওপর যাই ই বা খান না কেন, একটু রয়েসয়ে এবং পোরশান— সাইজ কন্ট্রোল করে খেতে পারলে খাওয়ার আনন্দও যেমন পাওয়া যায়, তেমনই ভয়ও অনেক কম থাকে।

সুস্বাদু অথচ স্বাস্থ্যকর কিছু ঘরোয়া খাবার সমৃদ্ধ একটি নমুনা খাদ্যাতালিকা---

জলখাবার— লুচি তিনটে ছোলার ডাল ১বাটি, অথবা সবজি চাপাটি ২টা, ইত্যাদি।

মিড মর্নিং — আপেল, পেয়ারা জাতীয় ফল ১৫০ গ্রাম, বা পুজোর পাঁচমেশালি ফলপ্রসাদ ১ কাপ।

মধ্যাহ্ন ভোজ--- ভাত ২ কাপ, শুক্তো ১ কাপ, শাকভাজা, তিল পালং বা নটে, বাঁধাকপি, ফুলকপি, লাউয়ের ঘন্ট বা এঁচোড়ের কালিয়া ১ কাপ। রুই কাতলা পোস্ত দই মাছ, পারশে সরষে দুধ কই দই মাংস, মাংসের ঝোল, ভাপা চিংড়ি ১ কাপ।

সন্ধ্যা স্ন্যাকস—

চিনি ছাড়া গ্রিন টি, ক্রিম ক্র্যাকার, ২ টা, পিস স্যালাড ভাত ২ কাপ, ইলিশ ভাপা, চিকেন কষা, ১ পিস, স্যালাড ২ কাপ।

১০০-২০০ কিলো ক্যালরি যুক্ত কিছু রেস্তেঁরা খাবারের নমুনা ক্যালিরি মাত্রা সার্ভিং—

চিনেক স্যুপ ১৯৫ , ফিসকাবাব ১১, রেশমিকাবাব ১৫২, তন্দুরি পমফ্রেট ১১১, পালং পমফ্রেট ১৪৩, স্যালাড ২০-৫০, ডায়াবেটিক সন্দেশ ১২০, কালাকাঁদ।

হাই ক্যালরির রেস্তোঁরা খাবারের নমুনা সার্ভিং— সুইট কর্ণ চিকেন স্যুপ ৩৪৪, ফিস ফিঙ্গার ৯৮২, মাংস পোলাও ৬৯৭, ইলিশ বিরিয়ানি ৫৬৫, ফ্রেঞ্চ স্টিক ৩ পিস ৩৬৮, রসগোল্লা ২৪৫, গুলাব জামুন ৩৩২ কুলপি ২৪৪ ভ্যানিলা ৫১০ ইত্যাদি।

পুজোর সময় দিন কয়েক বেশি খাওয়া বিপজ্জনক কেন?

হঠাৎ করে বেশি খেয়ে ফেললে ফলে বদহজম অম্বল, পেটভার, পেটব্যথা, বমি বমিভাব, পেটখারাপ, ইত্যাদি ছাড়া বড় সমস্যা হতে পারে।

পুজোর আগে বহু মেহনত করে তৈরি সুন্দর চেহারা দিন কয়েকের অত্যাচারেই বিগড়ে যেতে পারে। অর্থাৎ বেশি খাওয়ার প্রথম এবং প্রাথইমক বিপদই হঠাৎ করে দেহের ওজন বেড়ে যাওয়া।

হঠাৎ করে বেশি খাওয়ার ফলে হৃৎপিন্ডের স্বাভাবিক ছন্দপতন ঘটতে পারে।

বেশিরভাগ ফাস্টফুড অতিরিক্ত স্যাচুরেটেড ফ্যাট কোলেস্টেরল এবং উচ্চ সোডিয়াম লবণযুক্ত হওয়ার পরপর দিন কয়েক খেলেই ব্লাড প্রেশার রক্তের লিপিড প্রোফাইল মাত্রা বেড়ে যেতে পারে।

ছোটরা যাতে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরেই বেশ ক্যালরি খরচ করে ফেলে। কিন্তু বড়রা? বাড়তি ক্যালরির বোঝাকে ছেঁটে ফেলতে হলে ডায়েট ও এক্সারসাইজের একটা প্রপার ব্যালেন্স করুন। আর এত সবের পরেও যদি একটু আধটু ওজন বেড়ে যায় তো চিন্তা করবেন না।

ভাইফোঁটার আনন্দে মজেছে শিশুরাও। শনিবারের তোলা ছবি নিজস্ব।

# গুয়াহাটিতে ফের হত্যাকাণ্ড, এবার খুন নৈশ চৌকিদার সিসি ক্যামেরায় বন্দি গোটা ঘটনা, তদন্তে পুলিশ

গুয়াহাটি, ৬ নভেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরে ফের এক লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। এবার কাঠের বাট দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে জনৈক নৈশ চৌকিদারকে খুন করেছে আততায়ী। তবে সংগঠিত ঘটনাবলির সম্পূর্ণ দৃশ্য সিসি ক্যামেরায় বন্দি হয়েছে। পুলিশ আততায়ীর সন্ধানে জোরদার তালাশি শুরু করেছে। নিহত ব্যক্তিকে মলিগাঁও বাজারের নৈশ চৌকিদার জনৈক তরুণ ডেকা বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

বেলতলা হত্যাকাণ্ডের রেশ কাটেনি। এরই মধ্যে গতকাল শুক্রবার রাতে গুয়াহাটি মহানগরের মালিগাঁওয়ে বিপুল কমপ্লেক্স নামের এক বাণিজ্যিক ভবনে সংগঠিত হয়েছে লোমহর্ষক এই ঘটনা। অজ্ঞাত কোনও দুর্বত্ত কাঠের ব্যাট দিয়ে নৈশ চৌকিদার তরুণ ডেকাকে পিটিয়ে খুন করেছে। পুলিশের ধারণা, রাত প্রায় ১১:৩০ মিনিটে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে।

জালুকবাড়ি থানার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানান, সিসি ক্যামেরায় স্পষ্ট দেখা গেছে, প্রথমে তরুণ ডেকাকে টেনে-হ্যাঁচড়ে কমপ্লেক্সের একটি দোকানের ভিতরে নিয়ে যায় খুনি। তার পর তাকে কাঠের বাট দিয়ে নৃশংসভাবে উপর্যুপরি আঘাত করে মেরে ফেলেছে আততায়ী। রক্তাক্ত তরুণ ডেকার মৃতদেহের কাছে রক্তমাখা একটি কাঠের বাট পুলিশ উদ্ধার করেছে। পাশাপাশি তরুণের মৃতদেহ উদ্ধার করে তার ময়না তদন্তের জন্য গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ অফিসার জানান, গোটা ঘটনা সিসি টিভি ক্যামেরায় বন্দি হয়েছে। তাঁরা তার ফুটেজ সংগ্রহ করেছেন। কালো রঙের স্পোর্টিং টি শার্ট পরিহিত আততায়ীকে শনাক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে তাকে কিছুটা আঁচ করা গেছে। শীঘ্রই খুনিকে আটক করতে পুলিশ সক্ষম হবে বলে দাবি করেছেন অফিসার। খুনিকে না ধরা পর্যন্ত তরুণ ডেকাকে খুন করার কারণ উদ্ধার হবে না, জানান তদন্তকারী পুলিশ অফিসার।

# বিজেপি ছাড়বেন জয় বন্দ্যোপাধ্যায় সরানো হল কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি. স.): বেসুরে বাজছিলেন অনেকদিনই। এবার সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে দল ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা জানালেন বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য তথা বঙ্গ বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ২ বছর ধরে দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকেও সেভাবে কাজের সুযোগ পাননি। এই মর্মে মোদীকে লেখা চিঠিতে আগাগোড়া নিজের 'অভিমান' প্রকাশ করেছেন জয়। জানিয়েছেন, খুব শিগগিরই বিজেপি ছাড়বেন। তার আগে এই সিদ্ধান্তের কথা তিনি জানালেন মোদীকে। ইতিমধ্যেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে জয়ের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা। পাশাপাশি খবর মিলেছে জাতীয় কর্মসমিতি থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। শনিবার নরেন্দ্র মোদীকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি চিঠি লিখেছেন জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতি ছত্রে ছত্রে অভিমানের কথা। কীভাবে ২০১৭ সাল থেকে তিনি বিজেপির সঙ্গে যুক্ত থেকে, জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য হওয়ার পরও সেভাবে দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করতে পারেননি, অসুস্থ হওয়ার পর দলের তরফে কোনও সাহায্য পাননি — এসব অভিযোগই তিনি লিখেছেন চিঠিতে।

এই বিষয়ে জয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,"আমি বিজেপিতেই ছিলাম প্রথম থেকে। কিন্তু কিছু বিষয়ে আমার দলের উপর খারাপ লাগা তৈরি হয়েছে। আমি খুবই দুঃখ পেয়েছি। আমায় জাতীয় কার্যনির্বাহী পদ থেকে সরিয়ে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে করা হয়েছিল। এখন তিনিও দলবদল করে নিয়েছেন। একাধিকবার আমি এই রাজ্যে মার খেয়েছি। তবুও গতকাল আমার নিরাপত্তা সরিয়ে নেওয়া হয়। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রীকে আমি জানিয়ে দিয়েছি যে আমি নিজেকে বিজেপি থেকে সরিয়ে নিলাম। আর আমি মানুষের কাজ করি। তাই যেই দলের সঙ্গে মানুষ রয়েছে আমি সেই দলে রয়েছি। যেই দল মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে সেই দল আমি ছাড়ছি"

পাশাপাশি তিনি আরও যোগ করে বলেন,'আমি ২০১৪ সাল থেকে জীবন বিপন্ন করে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ঘুরেছি। যখন কেউ ছিল না সেই সময়ও আমি সবটুকু দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করে গিয়েছি। এরপর ২০১৭ সালে নরেন্দ্র মোদীর চোখে-চোখ রেখে আমি কলাইকুন্ডাই বিমানবন্দরে তাঁকে জানাই যে, আমি দলের হয়ে প্রচুর কাজ করি কিন্তু তারপরও আমায় অবহেলা করা হয়।'

প্রসঙ্গত, অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিজেপির সম্পর্ক বহুদিনের। ২০১৪ সালেরও আগে বিজেপির সদস্য তিনি। ২০১৭ সালে তাঁকে জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য করা হয়। পরবর্তী সময়ে, চলতি বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিতে যোগদানের পর তাঁকে সরিয়ে জাতীয় কর্মসমিতিতে আনা হয় রাজীবকে। এই অভিমানের কথা তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, রাজীব দলের মুখে কার্যত 'থাপ্পড়' মেরে দল থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। অথচ তিনি বিজেপিকে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করতে কতশত কাজ করেছেন, তাও উল্লেখ করেছেন চিঠিতে। পরিশেষে, দল ছাড়ার অনুমতি চেয়েছেন নরেন্দ্র মোদীর কাছে।

# ভাইফোঁটা তথা ভাই-দুজ উপলক্ষ্যে অসমের জনসাধারণকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ৬ নভেম্বর (হি.স.) : ভাইফোঁটা তথা ভাই-দুজ উপলক্ষ্যে অসমের জনসাধারণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

নিজের টুইটার হ্যান্ডলে শুভেচ্ছাবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'আসুন ভাইফোঁটা বা ভাই-দুজে ভাই ও বোনের মধ্যে পবিত্র এবং অটুট বন্ধন উদযাপন করি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সকল মা বোনের মনের আশা পূরণ হোক।'

'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা। / যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা। / যম যেমন হয় চিরজীবী, তেমন আমার ভাই যেন হয় চিরজীবী।'

হিন্দুদের এক পবিত্র উৎসব ভাইফোঁটা বা ভাই-দুজ বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভাইয়ের দীর্ঘ পরমায়ু কামনার উদ্দেশ্যে এবং ভাই ও বোনের প্রীতির সম্পর্ক দৃঢ় করার রীতি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। ভাইয়ের কপালে বোনের ফোঁটা, ধান দুর্বা সহ শ্রদ্ধা এবং আশীর্বাদ বিনিময়, মিষ্টিমুখ এবং উপহার বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে ভাই এবং বোন উভয়েরই দীর্ঘ আয়ু এবং মঙ্গল কামনাই এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। প্রতি বছর কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে দ্বিতীয় চান্দ্রদিনে এই উৎসব পালিত হয়।

প্রসঙ্গত, ভাইফোঁটা তথা ভাই-দুজ উপলক্ষ্যে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

# কুয়োর জলই ভরসা, ফের কাজোড়ায় ডায়রিয়ার প্রকোপ

দুর্গাপুর, ৬ নভেম্বর (হি. স.) : ফের ডাইরিয়ার প্রকোপ। গত দুদিনে প্রায় ৩০ জন আক্রান্ত। কুঁয়োর জলই একমাত্র পানীয় জলের উৎস্য। বছর ঘুরলেও পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়নি বলে অভিযোগ। আর তাতেই ক্ষোভ বাড়ছে অন্ডালের কাজোড়া রুইদাস পাড়া এলাকায়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এলাকায় স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধি দল। বন্ধ করা হল কুঁয়োর জল পানে।

ঘটনায় জানা গেছে, অন্ডাল ব্লকের কাজোড়া পঞ্চায়েতের ২১ নং সাংসদ রুইদাস পাড়া। গত শুক্রবার আচমকা বাসিন্দাদের কয়েকটি পরিবারে পায়খানা, বমি উপসর্গ দেখা দেয়। ঘটনায় মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ২০ জন আক্রান্ত হয়। তাদের খান্দরা ব্লক হাসপাতাল ও আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার তাদের মধ্যে কয়েকজন সুস্থ হয়ে বাড়ী ফেরেন। এদিনও আবার ১৩ জনের মত নতুন করে আক্রান্ত হয়। বেগতিক বুঝে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে ডাইরিয়ার প্রকোপ বাড়তেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এলাকাবাসী। খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধি দল। গোটা এলাকায় ও আশপাশের ব্যাবহার করা পুকুরে ব্লিচিং ছড়ানো হয়। প্রায় দু"শ পরিবার বসবাস করে। তাদের পানীয় জলের একমাত্র উৎস্য কুঁয়ো। স্বাস্থ্যকর্মীদের অনুমান, কুঁয়োর জল দুষিত হওয়ায় ডাইরিয়ার প্রকোপ। এদিন কুঁয়োটিকে বাঁশ দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত ট্যাঙ্কার মাধ্যমে পানীয় জলের ব্যাবস্থা করে। যদিও প্রতি বছর একইরকমভাবে ডাইরিয়ার প্রকেপে ক্ষোভ ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। গ্রামবাসীদের অভিযোগ,' গতবছর এরকম সময় ডাইরিয়ার প্রকোপ হয়েছিল। তার আগেও হয়েছে। বহুবার নলকুপ কিম্বা বিকল্প পরিশ্রুত পানীয় জল পরিষেবার দাবী জানিয়েছি। সুরাহা হয়নি।' স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শিলা রুইদাস জানান,' বহু পুরোনো কুয়ো। অনুমান কুঁয়োর জল দুষিত হয়েছে। কুু বন্ধ করে, বিকল্প পানীয় জলের ব্যাবস্থার জন্য পাঞ্চায়েতে জানিয়েছি।' কাজোড়া পঞ্চায়েত প্রধান প্রানকৃষ্ট নুনিয়া বলেন,' আপাতত কুঁয়োটি বন্ধ করা হয়েছে। অফিস খুললে কুঁয়োর জল পরীক্ষা করা হবে। ট্যাঙ্ক মাধ্যমে পানীয় জলের ব্যাবস্থা করা হয়েছে।' অন্যদিকে খন্দরা পঞ্চায়েতের সিদুলী-র লঙ্কাপুরী এলাকায় গত দু-তিন দিন ধরে দেখা দিয়েছে ডায়রিয়ার প্রকোপ। ৫ জনের মতো আক্রান্ত হয়েছে সেখানে। ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধিকারিক পরিতোষ সোরেন জানান, 'পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।' হিন্দুস্থান সমাচার / জয়দেব

# বাংলাদেশে পরিবহন ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিন: অব্যাহত জনদুর্ভোগ

মনির হোসেন,ঢাকা,০৬ নভেম্বর।। বাংলাদেশে কেরোসিন ও ডিজেলের দাম হঠাৎ করেই ২৩ শতাংশ বৃদ্ধির প্রতিবাদে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো দেশব্যাপী পরিবহন ধর্মঘটে যাত্রীদের দুর্ভোগ অব্যাহত রয়েছে।

শনিবার সকালে রাজধানীর রাস্তায় রাষ্ট্রায়ত্ত বিআরটিসির কিছু বাস ছাড়া আর কোনো বাস ও মিনিবাস দেখা যায়নি। যাত্রীরা যাতায়াতের জন্য রিকশা, অটোরিকশা বা মোটরসাইকেল বেছে নেওয়ায় এসব পরিবহনে ভাড়া বেড়ে গেছে। অতিরিক্ত ভাড়ার কারণে বেশিরভাগ এলাকায় হেঁটে গন্তব্যে যেতে দেখা গেছে অনেককে। সকালে গাবতলী বাস টার্মিনাল এলাকা থেকে আমাদের ফটোসাংবাদিক পলাশ খান বলেন, সকাল থেকেই বাসের জন্য টার্মিনালে ভিড় করছে মানুষ। তবে, সব টিকেট কাউন্টার খালি। কোনো গণপরিবহন না পেয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে উচ্চ ভাড়ায় মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার এবং মোটরসাইকেল নিতে বাধ্য হচ্ছেন তারা। অনেককেই হেঁটে রাজধানীতে প্রবেশ করতে দেখা গেছে। তাদের অনেকে জানান, আজ চাকরির ইন্টারভিউ এবং ভর্তি পরীক্ষা আছে। অনেকে আবার ঢাকা এসেছেন ডাক্তার দেখাতে। আমিন বাজার থেকে ২ মাসের শিশুকে কোলে নিয়ে ঢাকায় প্রবেশকালে এক নারী বলেন, ধর্মঘটের কারণে কোনো বাস বা অন্য কিছুই পাইনি। রিকশাগুলো অতিরিক্ত ভাড়া নিচ্ছে। তাই, কাশি ও সর্দিতে ভুগতে থাকা শিশুকে হাসপাতালে নিতে হেঁটেই রওনা দিয়েছেন তিনি। জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত পরিবর্তন কিংবা বাস ভাড়া বৃদ্ধিযেকোনো একটি সিদ্ধান্ত নিতে সরকারকে বাধ্য করতে ধর্মঘট করছেন পরিবহন নেতারা। ধর্মঘটের প্রভাবে রাজধানীর বাজারে মাছ ও সবজির দামেও প্রভাব পড়েছে। পরিবহন ধর্মঘটের কারণে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আমদানি পণ্য সরবরাহও ব্যাহত হচ্ছে।

# পেট্রল-ডিজেলে ভ্যাট কমায়নি বাংলা-সহ ১৪ রাজ্য, চাপ বাড়াতে তালিকা প্রকাশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর (হি.স) : কেন্দ্রের পথ ধরে পেট্রল ও ডিজেলের উপর ভ্যাট কমিয়েছে ২২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকা। এখনও ১৪টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত এলাকা এনিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। ঘটনাচক্রে যে কটি রাজ্য এখনও জ্বালানি তেলের উপর ভ্যাট কমায়নি, সেই সবকটিই বিরোধী শাসিত রাজ্য। শুক্রবার রাতে নজিরবিহীনভাবে আলাদা করে এই রাজ্যগুলির তালিকা প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক। যা কিনা আসলে চাপ বাড়ানোরই কৌশল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। গত কয়েক সপ্তাহে পেট্রল এবং ডিজেলের লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির ফলে নাভিশ্বাস উঠছিল আমজনতার। দেশের অধিকাংশ রাজ্যে পেট্রল ১১০টাকা এবং ডিজেল ১০০ টাকার গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছিল। যার ফলে চাপ বাড়ছিল কেন্দ্রের উপরও। সম্প্রতি ১৩ রাজ্যের উপনির্বাচনেও এর প্রভাব পড়েছে। পরিস্থিতি বুঝে জ্বালানি তেলের শুল্কে বড়সড় ছাড় ঘোষণা করে মোদী সরকার। একধাক্কায় ডিজেলের দাম লিটারপ্রতি ১০ টাকা এবং পেট্রলের দাম লিটারপ্রতি পাঁচ টাকা করে কমিয়ে দেওয়া হয়। এর পরই এনডিএ তথা বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি একে একে পেট্রল ও ডিজেলে শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। একধাক্কায় বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পেট্রল-ডিজেলের দাম অনেকটা কমে যাওয়ায় বিরোধীদের উপর চাপ যে অনেকটাই বেড়ে যায়, তা বলা বাহুল্য। এবার কেন্দ্র সরকারিভাবে ওই রাজ্যগুলির তালিকা প্রকাশ করে চাপ আরও বাড়াল। এখনও পর্যন্ত যে ১৪টি রাজ্য জ্বালানির দামে বাড়তি ভ্যাট কমানো নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি সেগুলি হল, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মেঘালয়, কেরল, আন্দামান ও নিকোবর, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, পঞ্জাব এবং রাজস্থান। এই তালিকায় মেঘালয় ছাড়া বাকি সবগুলিই ছিল বিরোধী শাসিত রাজ্য। ঘটনাচক্রে আজ শনিবার সকালে মেঘালয় সরকারও পেট্রল ও ডিজেলে ভ্যাট কমানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। বিরোধীদের দখলে থাকা কোনও রাজ্য এখনও তা ঘোষণা করতে পারেনি।

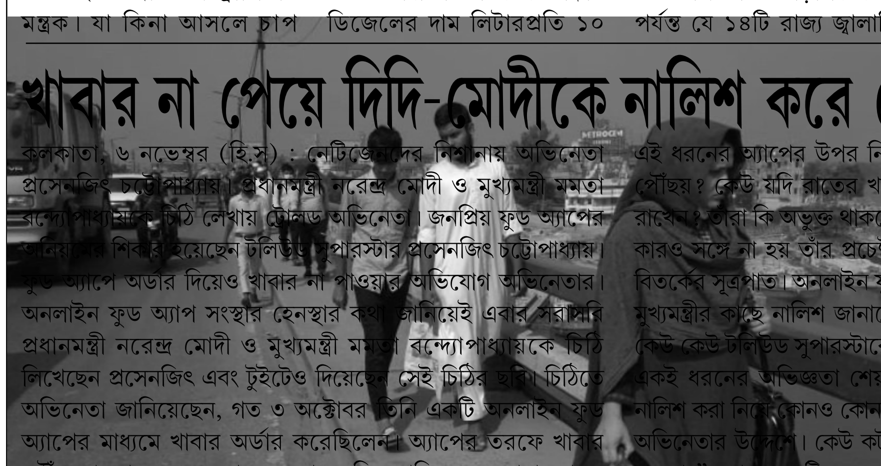

# খাবার না পেয়ে দিদি-মোদীকে নালিশ করে ট্রোলড অভিনেতা

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি.স) : নেটিজেনদের নিশানায় অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লেখায় ট্রোলড অভিনেতা। জনপ্রিয় ফুড অ্যাপের অনিয়মের শিকার হয়েছেন টলিউড সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। ফুড অ্যাপে অর্ডার দিয়েও খাবার না পাওয়ার অভিযোগ অভিনেতার। অনলাইন ফুড অ্যাপ সংস্থার হেনস্থার কথা জানিয়েই এবার সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছেন প্রসেনজিৎ এবং টুইটেও দিয়েছেন সেই চিঠির ছবি। চিঠিতে অভিনেতা জানিয়েছেন, গত ৩ অক্টোবর তিনি একটি অনলাইন ফুড অ্যাপের মাধ্যমে খাবার অর্ডার করেছিলেন। অ্যাপের তরফে খাবার পৌঁছে যাওয়ার মেসেজ আসলেও প্রসেনজিৎ জানিয়েছেন, তারা কোনও খাবারই পাননি। সংস্থার কাছে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানালে তারা খাবারের দাম ফেরত দিয়ে দেয়। কিন্তু, পরিষেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কথাখেলাপির বিষয়টি নিয়েই আপত্তি তুলেছেন টলিউডের সুপারস্টার। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'কেউ যদি অতিথিদের জন্য খাবার আনাতে এই ধরনের অ্যাপের উপর নির্ভর করেন এবং সেই খাবার এসেই না পৌঁছয়? কেউ যদি রাতের খাবারের জন্য এই অ্যাপগুলোতেই আস্থা রাখেন? তাঁরা কি অভুক্ত থাকবেন?' এই ধরনের ঘটনা যাতে দ্বিতীয়বার কারও সঙ্গে না হয় তাঁর প্রচেষ্টাতেই প্রসেনজিতের উদ্যোগ। এখানেই বিতর্কের সূত্রপাত। অনলাইন ফুড অ্যাপের পরিষেবা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশ জানাতেই নেটিজেনদের নিশানায় অভিনেতা। কেউ কেউ টলিউড সুপারস্টারের এই উদ্যোগে সাধুবাদ জানিয়ে নিজের একই ধরনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। কিন্তু সর্বোচ্চ প্রশাসনকে নালিশ করা নিয়ে কোনও কোনও নেটিজেনের তির্যক মন্তব্য ভেসে আসে অভিনেতার উদ্দেশে। কেউ কটাক্ষ করে বলেছেন, "সত্যিই এটা জাতীয় সমস্যা।" কোনও নেটিজেনের আক্রমণ, "২০২১ এ ভারতের গ্লোবাল হাঙ্গারে কত নাম্বার স্থানে আছে জানেন? সেলিব্রিটি, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা।" কারও আবার রসিক উত্তর,"এ তো গভীর চিন্তার বিষয়।" জনৈক নেটিজেন আবার মনে করিয়েছেন," প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীকে তো ট্যাগ করলেন, রাষ্ট্রপতিকে তো বাদ দিয়ে দিলেন।"

# বাংলাদেশে পরিবহন ধর্মঘটে বেনাপোলে পণ্যজট, যাত্রীরাও বিপাকে

মনির হোসেন,ঢাকা,০৬ নভেম্বর।। বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে পরিবহনমালিক ও শ্রমিকদের ধর্মঘটে যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দর কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। গত দুই দিনে বেনাপোল বন্দর থেকে পণ্য নিয়ে কোনো ট্রাক গন্তব্যের উদ্দেশে ছেড়ে যায়নি। এতে বন্দরে তীব্র পণ্যজটের সৃষ্টি হয়েছে। বন্দরে পণ্য রাখার জায়গা না থাকায় ভারত থেকে আমদানি করা পণ্য নিয়ে অন্তত ৪০০টি ট্রাক বন্দর এলাকায় রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে।

এদিকে, যাত্রীবাহী পরিবহন চলাচল না করায় ভারত থেকে ফেরা যাত্রীরা বিপাকে পড়েছেন। গন্তব্যে যাওয়ার যানবাহন না পেয়ে কয়েক শ যাত্রীকে বেনাপোলের বিভিন্ন আবাসিক হোটেল-মোটেলে অবস্থান করতে হচ্ছে। অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে অনেকে ব্যক্তিগত গাড়ি ও মাইক্রোবাসে করে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ফেরার প্রাণান্ত চেষ্টা করছেন। জ্বালানি তেলের মূল্য স্থিতিশীল রাখার দাবিতে গতকাল শুক্রবার সকাল থেকে সারা দেশে পরিবহনমালিক ও শ্রমিকেরা ধর্মঘটে নেমেছেন। এ ধর্মঘটের ইতিমধ্যে দুই দিন গড়িয়েছে। ধর্মঘটের কারণে আমদানি করা পণ্য নিয়ে যানবাহন গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছে না।

বেনাপোল ট্রান্সপোর্ট মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আজিম উদ্দীন গাজী বলেন, সরকার হঠাৎ ডিজেলের দাম লিটারে ১৫ টাকা বাড়িয়েছে, যা অস্বাভাবিক। তেলের দাম স্থিতিশীল রাখার দাবিতে আমরা ধর্মঘট পালন করছি। বিষয়টির সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত এই ধর্মঘট অব্যাহত থাকবে। তিনি জানান, বন্দর থেকে পণ্য নিয়ে দুই দিনে কোনো ট্রাক ছেড়ে যায়নি। যে কারণে পণ্য নিয়ে অন্তত ৪০০টি ট্রাক বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে। বন্দরে তীব্র পণ্যজটের সৃষ্টি হয়েছে।

জানতে চাইলে বেনাপোল বন্দরের উপপরিচালক (ট্রাফিক) মামুন কবীর বলেন,শনিবার ছুটির দিন হওয়ায় বন্দরে চাপ কম থাকে। তারপরও আজ ১৭টি পণ্য চালান ছাড় করা হয়েছে। সেসব পণ্য নিয়ে এখনো কোনো ট্রাক বন্দর ছেড়ে যায়নি। এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামীকাল রোববার থেকে আমরা পণ্য রাখার কোনো জায়গা দিতে পারব না। বন্দরে অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

এদিকে,সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাজারখানেক যাত্রী ভারত থেকে দেশে ফিরেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েক শ যাত্রী বন্দর এলাকায় আটকা পড়েছেন। ভারত থেকে ফেরা যাত্রীদের মধ্যে গুরুতর রোগীও রয়েছেন। চিকিৎসার জন্য তাঁরা ভারতে গিয়েছিলেন। দেশে ফিরে যানবাহন না পেয়ে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছানো নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে অনেকে স্থানীয় আবাসিক হোটেল বা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে থেকে যাচ্ছেন। আবার অনেকে কয়েক গুণ বেশি ভাড়া দিয়ে ব্যক্তিগত গাড়ি ও মাইক্রোবাসে করে গন্তব্যে ফেরার চেষ্টা করছেন।

জানতে চাইলে বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাজু বলেন, গত বৃহস্পতিবার বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে ১ হাজার ৩৩৯ জন যাত্রী ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আসা-যাওয়া করেছেন। ধর্মঘটের কারণে আজ যাত্রীর চাপ একটু কম ছিল। তারপরও আজ এক হাজারের মতো যাত্রী আসা-যাওয়া করেছেন।

# জাইকা প্রকল্প পর্যালোচনা করে মিশন মোডে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন বনমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।।** ত্রিপুরার বনমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা শুক্রবার রাজ্য জুড়ে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে ত্রিপুরা জ্ঝজ্জঞ্চ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (ঞ্চথম্ভড) পরিদর্শন করেছেন। শ্রী দেববর্মা বেলা দেড়টার দিকে অফিসে যান যেখানে পিএমইউ ভবনে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এবং প্রকল্প পরিচালক ডঃ অবিনাশ এম কানফাদে তাকে স্বাগত জানান।অফিসে তার সংক্ষিপ্ত পরিদর্শনের সময়, দেববর্মা রাজ্য জুড়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলি পর্যালোচনা করেন এবং ছঞ্চস্টচজ্জটঞ্চ প্রকল্পের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করেন।

সিইও এবং পিডি বনমন্ত্রীকে প্রকল্পটি সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন এবং পিএমইউ প্রাঙ্গণে তার সংক্ষিপ্ত পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন। মন্ত্রী মিশন মোডে কাজটি বাস্তবায়ন করার এবং সমস্ত সুবিধাভোগী এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী সদস্যরা যাতে প্রকল্প থেকে উপকৃত হয় তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন।

## সুব্রতর প্রয়াণে ভারাক্রান্ত মন, নিজের বাড়িতে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান বাতিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি. স.) : রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর এমনই দুরূহ পরিস্থিতির মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অবস্থায় কোনও উৎসবে শামিল হওয়া সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। তাই শনিবার নিজের বাড়িতে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান বাতিল করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতি বছর এই দিনে মমতার কাছে ফোঁটা নিতে যেতেন 'মেন্টর' সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এবারই সেই প্রথায় ছেদ পড়বে। প্রথমবার আর কালীঘাটে মমতার কাছে ফোঁটা নিতে, মিষ্টি খেতে আসবেন না তিনি। শুধু এবার কেন, আর কোনওবারই অভিভাবকসম, প্রিয় দাদা আসবেন না মমতার কাছে। এটা এত দ্রুত মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই এ বছর ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান আর করবেন না বলে ঠিক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে রীতি মেনে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আচারটি হবে। নিজের ভাইদের ফোঁটা দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এই দিনটায় তো তাঁর বাড়িতে দলের সব নেতাদের আনাগোনা থাকে। সবাই তাঁর কাছ থেকে এই বিশেষ দিনে ফোঁটা নেন, আশীর্বাদ-প্রণাম-খাওয়াদাওয়ার পর্ব থাকে। কিন্তু এবছর আর কিছুই হবে না কালীঘাটের বাড়িতে। একই পরিস্থিতি রাজ্যের আরেক মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতেও। তিনিও ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান বাতিল করেছেন।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

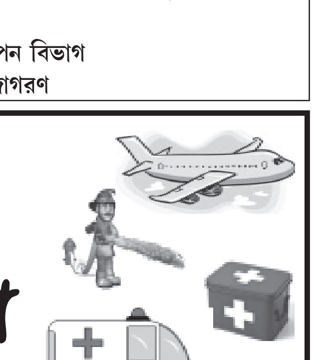

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## টহলদারির সময় দুর্ঘটনার কবলে খোদ গুড়াপ থানার ওসি

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি.স) :উৎসবের মরশুমে টহলদারির সময় পথ দুর্ঘটনার মুখে পড়লেন খোদ পুলিশ। হুগলির গুড়াপের কাছে এক ট্রাকের ধাক্কায় জখম হলেন গুড়াপ থানার ওসি পুষ্পেন্দু স্যান্যাল। তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জরুরিভিত্তিতে শুরু হয়েছে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা। চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, শরীরে অভ্যন্তরে চোট রয়েছে। সেটাই চিন্তা বাড়াচ্ছে চিকিৎসকদের। তবে প্রাথমিক পরীক্ষানিরীক্ষার পরই নিশ্চিত হতে পারবেন ডাক্তাররা। শনিবার দুপুরে গুড়াপের কাছে হুগলি-বর্ধমান সংযোগকারী রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে দাঁড়িয়ে টহল দিচ্ছিলেন গুড়াপ থানার ওসি, এএসআই। এই এলাকার ঢিলছোঁড়া দূরত্বে বর্ধমান। আচমকাই পিছন থেকে একটি ট্রাক এসে ধাক্কা দেয় ওসি পুষ্পেন্দু স্যান্যালকে। অল্পের জন্য বেঁচে যান এএসআই।

## সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।।** সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটির এক সদস্যের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

একটি দু বছরের শিশু নিয়ে তুমুল কান্ড মাতারবাড়ি দীপাবলি মেলার দ্বিতীয় দিন পুলিশ সহায়তা কেন্দ্রে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ইন্ডিয়ার রেডক্রস সোসাইটির গোমতী জেলার সদস্য সদস্যরা দীপাবলি মেলায় স্বেচ্ছাসেবকের কাজে কর্মরত ছিলেন। সন্ধ্যারাতে মাতাবাড়ি কল্যাণসাগর দিঘীরপাড় এলাকায় একটি দু বছরের কন্যাশিশু কান্নাকাটি করলে সেখানে থাকা ইন্ডিয়ার রেডক্রস সোসাইটির সদস্য শিশুটিকে উদ্ধার করে মেলায় থাকা পুলিশ সহায়তা কেন্দ্রে তুলে দেন। পুলিশ যথারীতি মাইকিং করে শিশুটির খোঁজ খবর পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে। দুই বছর বয়সি শিশু কন্যা উদ্ধারের ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে থাকা বেশ কয়েকজন সাংবাদিক পুলিশ সহায়তা কেন্দ্রে শিশুটির বিষয় জানতে চাইলে ইন্ডিয়ার রেডক্রস সোসাইটির এক সদস্য সাংবাদিকের সাথে দুর্ব্যবহার এ লিপ্ত হয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। সাংবাদিকদের হুমকি-ধমকি দিতে থাকে রেডক্রস সোসাইটির ওই সদস্য। তৎক্ষণাৎ পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র থেকে শিশুটি উদ্ধারের মাইকিং এর খবর পেয়ে বাড়ির লোকজন ছুটে যায়। পরিবারের কাছে শিশুটির প্রমাণপত্র চায় রেডক্রস সোসাইটির সদস্যরা। এদিকে শিশুটি কান্নায় ভেঙ্গে পরলে এক মহিলা পুলিশ আধিকারিক শিশুটির কান্না বন্ধ করার জন্য কুলে নিয়েআদর স্নেহ দেওয়ার চেষ্টা করেন। শিশুর কান্না দেখে সাংবাদিকরা রেডক্রস সোসাইটির সদস্যদের বলেন, প্রমাণ দেওয়ার অনেক সময় আছে, আগে শিশুটির কান্না বন্ধ করার জন্য শিশুটিকে তার পরিবারের কুলে তুলে দেওয়ার জন্য। শুধু সাংবাদিক নয়, প্রত্যক্ষদর্শী সকলের একই দাবি শিশুটিকে আগে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তেলে বেগুনে জলে ওঠে সাংবাদিদের সাথে। তাদের বক্তব্য আগে প্রমাণ দিতে হবে শিশুটির বিষয়ে।

এদিকে শিশুটির ঠাকুরমা বারবার বলছে তার বাড়ি উদয়পুর খুপিলং টাউন কলোনি এলাকায়। বাচ্চাটি তার মেয়ের দুই বছরের সন্তান। কিন্তু কিছুতেই মানতে রাজি হচ্ছে না রেডক্রস সোসাইটির ঐ উগ্র মেজাজি সদস্য। পরবর্তীতে শিশুটির ঠাকুরমা প্রমাণ দিতে আরো তিন নাতি নাতনিকে নিয়ে আসতে হয় কন্যাশিশুটিকে নিয়ে যেতে। জানা গিয়েছে, শিশুটির বাবা মাতাবাড়ি মেলায় দোকান নিয়ে এসেছে। ঠাকুরমা চার নাতি-নাতনিকে মেলায় নিয়ে এসেছে। সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পরার খবর পেয়ে গোমতী জেলা সহকারী সভাধিপতি দেবল দেবরায় এবং পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন সুজন কুমার সেন ছুটে গিয়ে বিষয়টি জেনে দুঃখ প্রকাশ করেন।এদিকে রেডক্রস সোসাইটির অপর সদস্যদের সূত্রে জানা যায়, এই বদ মেজাজি সদস্য প্রায়ই অন্যান্য সদস্য সদস্যাদের সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

# ওয়েলিংটন জুট মিলের সিইও এস কে খেলওয়াড়ের বাড়িতে শ্রমিকদের হামলা

হুগলি, ৬ নভেম্বর (হি. স.) : হুগলির রিষড়া ওয়েলিংটন জুটমিলে শ্রমিক অসন্তোষ। ক্ষিপ্ত শ্রমিকরা শনিবার সকালে জুট মিলের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক (সিইও) এস কে খেলওয়াড়ের বাড়িতে হামলা চালায়। এই সময় সিইওর বাড়ির বাইরে পার্কিং করা যানবাহন ভাঙচুর করা হয় এবং তার বাড়িও ভাঙচুর করা হয়। সিইওর বাড়ির বাইরে নিযুক্ত নিরাপত্তারক্ষীকেও লাঞ্ছিত করা হয়। সৌভাগ্য যে ঘটনার সময় সিইও বাড়িতে ছিলেন না, তা না হলে বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারত। ঘটনার খবর পেয়ে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে পাটকলের গেটে ও জুট মিল চত্বরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

সিইওর বাড়ির বাইরে নিযুক্ত নিরাপত্তারক্ষী রঘুনন্দন প্রসাদ গুপ্ত জানান, শনিবার সকাল সাড়ে ৬টায় প্রায় দুই শতাধিক কর্মী সিইওর বাড়ির সামনে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেন সিইও কোথায়। তিনি জানান যে তিনি তার অফিসে সিইও এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের সাথে আছেন। এ কথা শুনে ক্ষিপ্ত শ্রমিকরা নিরাপত্তারক্ষীদের হুমকি দিতে থাকে এবং সিইওর বাড়ি ও আশপাশের এলাকায় ভাঙচুর শুরু করে। কিছুক্ষণ পর তারা সেখান থেকে চলে যায়।

ওয়েলিংটন জুট মিলের শ্রমিক শম্ভু মাঝি জানান, গত নয় মাস ধরে পাটকলের শ্রমিকরা খুবই বিরক্ত। গত মাসের ৯ তারিখে কারখানার গেট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিতাদেশের নোটিশ তুলে দেওয়া হলেও কারখানার অধিকাংশ শ্রমিক কাজ পাচ্ছেন না। শনিবার শ্রমিকরা কারখানায় পৌঁছালে অধিকাংশ শ্রমিকই কাজ পাননি। এরপর সব শ্রমিকরা সিদ্ধান্ত নেন, কারখানায় কাজ করলে সবাই করবে, না হলে শ্রমিকরা কেউ কাজ করবে না। সিইওর বাড়িতে ভাঙচুরের বিষয়ে ওই কর্মী বলেন, ভাঙচুরের কোনো ঘটনা ঘটেনি। কর্মীদের মানহানি করতে সিইও তার লোকজনকে দিয়ে এই হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে।

ওয়েলিংটন জুট মিলের সিইও এস কে খেলওয়াড়ের মতে, কারখানার কিছু অসাধু ব্যক্তি শ্রমিকদের সাথে যোগসাজশ করে আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। শনিবার সকালে তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে দুই শতাধিক জনতা তার বাড়িতে হামলা চালায় এবং লুটপাট করে বলে অভিযোগ করেন তিনি। সৌভাগ্যক্রমে তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন না, না হলে তাকে হত্যা করা হতো। সিইও আরও বলেন, এ সময় কারখানায় ডাকাতি হয়েছে এবং হামলাকারীরা কারখানা থেকে এক কোটি টাকার বেশি মূল্যের লোহা ও তামা নিয়ে গেছে। প্রশাসনের তরফে শ্রীরামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে।

বর্তমানে কারখানার গেটে ও কারখানার ভেতরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। পুলিশ হামলাকারীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। ওয়েলিংটন জুট মিলের কাজ বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

## ফের খাস কলকাতায় রহস্যমৃত্যু, ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার শিক্ষকের দেহ

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি.স) : কাঁকুলিয়া রোডে জোড়া খুন, শেক্সপিয়ার সরণি এলাকায় বৃদ্ধাকে হত্যার মতো একের পর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে চলেছে কলকাতা শহরের বুকে। এমন আবহে ইলিয়ট রোডের এক শিক্ষকের মৃত্যুতে দানা বেঁধেছে রহস্য। মৃত্যুর কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পার্কস্ট্রিট থানার পুলিশ।

উৎসবের আমেজে মজে শহর কলকাতা। এর মাঝেই বৃহস্পতিবার সন্ধে সাড়ে ছ'টা নাগাদ কলকাতা পুলিশের ১০০ নম্বরে একটি ফোন আসে। জনৈক ব্যক্তি জানান, ইলিয়ট রোডের তিনতলার বাড়ির নিচে একটি দেহ পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান পার্কস্ট্রিট থানার পুলিশ। দেখা যায়, বাড়ির নিচে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন এক শিক্ষক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপরই পার্কস্ট্রিট থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত শিক্ষকের নাম ক্রিস্টোফার অ্যালেন। তিনি কলকাতা সেন্ট থমাস স্কুলের শিক্ষক। ইলিয়ট রোডে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন তিনি। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। তদন্ত নেমেছে পার্কস্ট্রিট থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। তবে ইলিয়ট রোডের মতো অভিজাত এলাকায় এক শিক্ষকের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

## দুর্গাপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে উদ্ধার কোটি টাকার হেরোইন, গ্রেফতার পলাশির এক ব্যক্তি

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি.স) : দুর্গাপুর বাসস্ট্যান্ডে অভিযান চালিয়ে মাদক-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাতে এই অভিযানে অভিযুক্তের থেকে প্রায় ৫০০ গ্রাম সাদা পাউডারের মতো জিনিস উদ্ধার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া পাউডারের মতো বস্তু হেরোইন বলে অনুমান পুলিশের। যার বাজারদর প্রায় এক কোটি টাকা।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম মনিরুল শেখ। তাঁর বাড়ি নদিয়া জেলার পলাশি থানার অন্তর্গত ছোট নলদহ গ্রামে। শুক্রবার সন্ধ্যায় মনিরুলকে দুর্গাপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে কোক ওভেন থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলে জানিয়েছেন ডিসি (ইস্ট) অভিষেক গুপ্ত। তিনি বলেছেন, """অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নার্কোটিক্স ড্রাগ অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।"""" এই ঘটনার সাক্ষীও রয়েছে বলে দাবি করেছেন ওই পুলিশ অফিসার। তিনি জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে শনিবার দুর্গাপুর আদালতে তোলা হবে এবং পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবদেন জানানো হবে। উদ্ধার হওয়া মাদক পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

## বিজেপি দফতরে ভাইফোঁটা

কলকাতা,৬ নভেম্বর (হি. স.): কালী পুজো শেষ হতেই ভাইফোঁটা। শনিবার সকল ভাই বোনরা মেতেছে ভাইফোঁটার শুভক্ষনে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি

বিজেপি দফতরেও হয় ভাইফোঁটা।গত বছরের ন্যায় চলতি বছরও করোনা আবহে ভাই ফোঁটা। যদিও অপরদিকে এদিন সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রিটি রাজনীতিবিদ সকলেই মেতেছে ভাইফোঁটার শুভক্ষণে। আর তাই ভাইফোঁটার দিন মুরলীধর সেনে লেনে বিজেপির রাজ্য দফতরে হয় ভাইফোঁটা। প্রধানমন্ত্রীর ছবিতে ফোঁটা দিয়ে সামনে সাজিয়ে দেওয়া হল ৩ কেজি লাড্ডু। শুধু তাই না জে পি নাড্ডা থেকে সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারীর ছবিতেও দেওয়া হল ফোঁটা। যদিও দলীয় দফতরে এসে ফোঁটা নেন বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার।

## বিলোনীয়ায় বিজেপির প্রচার সজ্জা নষ্ট করার অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।।** শুক্রবার রাতে বিলোনিয়া পৌর পরিষদের বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থীদের প্রচার শয্যা নষ্ট করে ছিড়ে ফেলে দেয়। এর প্রতিবাদ জানিয়ে মন্ডল সভাপতি বলেন, গতকাল থেকে বিজেপি দলের বিভিন্ন বুথ অফিসগুলি একের পর এক উদ্বোধন হতে যাচ্ছে এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলাকার জনগণের উপচে পড়া ভিড় দেখে বিরোধীরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে রাতের অন্ধকারে আমাদের ৩ নং এবং ৪ নং ওয়ার্ডের ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ছিড়ে রাস্তার পাশে ফেলে দিচ্ছে। তার জন্য তিনি ধিক্কার জানান, উনি আবেদন রাখেন সন্ত্রাস সৃষ্টি করবেন। আমরা সন্ত্রাসে পা দেবো না, আমরা সন্ত্রাসে বিশ্বাস করি না, জনতার রায় আমাদের পক্ষে আসবে, তাই সন্ত্রাস বন্ধ করে আমাদের সঙ্গে আসুন ,উন্নয়ন যজ্ঞে শামিল হোন। তিনি আরোও জানান শান্ত বিলোনিয়া কে কেউ অশান্ত করার চেষ্টা করবেন না এবং বিলোনিয়া বাসীর কাছে অনুরোধ রাখেন।

## আর্থিক অনটনের জন্য চিকিৎসার অভাবে ভুগছে দেড় বছরের শিশু কৃষ্ণ দেবনাথ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।।** বিশালগড় জাঙ্গালিয়ার রবীন্দ্র নাথ কলোনি এলাকার ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা উত্তম দেবনাথ এবং কাকলি দেবনাথ ছোট্ট শিশুর অপারেশনের জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর নিকট। আর্থিক অনটনের জন্য চিকিৎসার অভাবে ভুগছে দেড় বছরের শিশু কৃষ্ণ দেবনাথ। আজ থেকে দেড় বছর আগে বিশালগড় জাঙ্গালিয়ার রবীন্দ্র নাথ কলোনি এলাকার ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা উত্তম দেবনাথ এবং কাকলি দেবনাথের ঘরে জন্ম গ্রহণ করে পুত্র সন্তান কৃষ্ণ দেবনাথ। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে জন্মের পর থেকেই দরিদ্র উত্তম দেবনাথের শিশুপুত্র কৃষ্ণ দেবনাথের খাদ্যনালী নেই। এরপর থেকেই পরিবারের লোকেরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। যদিও পরবর্তী সময় নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী অল্প খরচে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে শিশুপুত্র কৃষ্ণ দেবনাথের বাইপাস সার্জারি করানো হয়। তারপর থেকে দীর্ঘ দেড় বছর যাবৎ একটি নলের মাধ্যমে শিশুটিকে শুধুমাত্র দুধ খাওয়ানো হচ্ছে। তবে জানা যায় , আরো একটি অপারেশন করলে শিশুটি ঠিক হয়ে যেতে পারে। যদিও এই অপারেশনের জন্য দরকার লক্ষাধিক টাকা। শনিবার সংবাদ মাধ্যমে রাজ্য সরকারের নিকট অপারেশনের জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেন শিশুটির বাবা। এদিন শিশুটির বাবা উত্তম দেবনাথ জানায়, তাদের ছোট্ট ছেলে কৃষ্ণ দেবনাথের চিকিৎসার জন্য দরকার ৫ লক্ষাধিক টাকা। কিন্তু দিনমজুর উত্তম দেবনাথ আর্থিক ভাবে দূর্বল হওয়ায় তাদের ছেলেকে চিকিৎসার জন্য কলকাতা নিয়ে যেতে পারছে না। জানা যায়, অসহায় উত্তম দেবনাথ সাহায্যের জন্য এলাকার প্রধান এবং বিশালগড় মণ্ডলে গিয়েছিল। যদিও বিশালগড় মন্ডল থেকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো সাহায্য মিলেনি। যার দরুন চিকিৎসার অভাবে ভুগছে উত্তম দেবনাথ এবং কাকলি দেবনাথের একমাত্র পুত্রসন্তান কৃষ্ণ দেবনাথ। অসহায়, হতদরিদ্র উত্তম দেবনাথ ছেলের চিকিৎসার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নিকট আর্থিক ভাবে সাহায্যের জন্য করজোড়ে আবেদন করেন।

## বিক্ষিপ্ত

● আটের পাতার পর

আকর্ষিত করে। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মনোরঞ্জনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।উপজাতি নৃত্য এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি সরকারি স্টলের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়।এবারে মেলায় মূল আকর্ষণ ছিল কল্যাণ সাগরের পাড়ে মঙ্গল আরতি। দেখা গিয়েছে এই মঙ্গল আরতিতে মন্ত্রিসভার প্রায় সমস্ত সদস্যরাই পরিবার নিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন।তাতে মেলা কমিটিকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছে ! মঙ্গল আরতি হয়েছে দেখার মত। এবারের মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মেলায় ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়ে বসেন। বিক্রিবাটাও হয়েছে ভালো।

## গঠিত

● আটের পাতার পর

এর দুপুর ১২ ঘটিকার সময় প্রমোদনগর সিনিয়র মাদ্রাসায় এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। ৩) নবগঠিত কমিটির প্রত্যেক সদস্য প্রাথমিকভাবে ৫০ টাকা করে দেওয়া। ৪) নবগঠিত কমিটির তালিকা প্রকাশ করে প্রত্যেক সদস্য এবং আধিকারিকদের অবগতির জন্য প্রদান করা। ৫) জম্পুইজলা মহকুমা ভিত্তিক যোগাযোগের সুবিধার্থে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ গঠন করা। ৬) যে মসজিদ এলাকার প্রতিনিধি আসেনি তাদের সাথে যোগাযোগ করে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জম্পুইজলা নাগরিক অধীকার মঞ্চের সম্পাদক মাওলানা জাকির হোসাইনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এক সাক্ষাৎকারে জম্পুইজলা নাগরিক অধিকার মঞ্চের সভাপতি মিয়া বলেন মফিজ মিয়া বলেন আমরা জম্পুইজলা মহকুমার সংখ্যালঘু মুসলিমদের মধ্যে সর্বস্তরের জনগণকে নিয়ে কমিটি গঠন করেছি। এই মঞ্চের মাধ্যমে আগামী দিনে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যের হিন্দু মুসলিম উপজাতি সকলের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। করে এক সাক্ষাৎকারে নাগরিক অধিকার মঞ্চের সম্পাদক মাওলানা জাকির হোসেন বলেন এই মঞ্চের মাধ্যমে উপজেলার ধর্মীয় এবং সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ জাতীয় প্রজাতির মানুষের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি অটুট রাখার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ, হিংসা বিদ্বেষ, অহংকার কখনো মেনে নেবে নেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়েছেন মাওলানা জাকির হোসাইন। সবাই মিলেমিশে ঐক্যদ্ধ হয়ে থাকলেই সব ধরনের উন্নয়ন হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি।

## ছাত্রছাত্রীদের

● প্রথম পাতার পর

সার্ভে করেছিলো ও নতুন দিশা নামে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। যাতে সমীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যায়। তিনি জানান, কোভিড অতিমারীজনিত কারণে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকটা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে শিখন ফলাফল কোন পর্যায়ে রয়েছে তা অনুধাবন করার জন্য এই জাতীয় সমীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই সমীক্ষাকে সফল করার জন্য রাজ্যের অভিভাবক, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানান।

## বাংলাদেশের

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সমারোহ। এই সংস্কৃতি সবাইকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। অনুষ্ঠান শেষে রবীন্দ্র ভবন চত্বরে আয়োজিত সমরাস্ত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্য অতিথিগণ। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ৫৭ মাউন্টেন আর্টিলারি ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার নীলেশ চৌধুরী।

## রোগীর

● প্রথম পাতার পর

করোনা রোগীর। গুরুতর জখম ৬ জন। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ আহমেদনগরের জেলা হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডের আইসিইউতে আচমকা আগুন লেগে যায়। ইতিমধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কী করে আগুন লাগল তা এখনও জানা যায়নি। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। হাসপাতালে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা যথাযথ ছিল না, অভিযোগ দমকলের। জেলাশাসক ড় রাজেন্দ্র ভোঁসলে জানিয়েছেন, হাসপাতালটির কাঠামোর 'ফায়ার অডিট' করা হবে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি প্রমাণিত হলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেও তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

## বক্সনগরে

● প্রথম পাতার পর

মিলে বাগবের বাড়ি থেকে অভিজিৎকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে। পুলিশকে সম্পূর্ণ খুনের ঘটনার রহস্য খুলে বলে অভিজিৎ। তার পরই আটটার সময় বিশালগড় থানা ও কলমচৌড়া থানার ওসি বিশাল পুলিশ এবং ফরেনসিক টীমের ডাক্তার এবং বক্সনগর ব্লকের বিডিও উপস্থিত হয়ে নোটন দাসের লাশ ডেলানিয়া জঙল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে পুলিশ। তার ভাই শনাক্ত করতে পেরেছে সেই নোটন দাস। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এই হত্যাকান্ডের সাথে আর কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

াঙ্গন

# আগামীকাল রবিবার আফগানিস্তান-নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ, আশার আলো দেখছেন ভারতীয় সমর্থকরা

দুবাই, ৬ নভেম্বর (হি.স) : আগামীকাল রবিবার গ্রুপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে খেলতে নামছে আফগানিস্তান ও নিউজিল্যান্ড। সেই ম্যাচে জয় পেলেই সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবেন উইলিয়ামসনরা। তবে হারলে ছবিটা পরিবর্তন হবে। সেমিফাইনালে যাওয়ার সম্ভবনা থাকবে কোহলীদের।

জমে উঠেছে বিশ্বকাপের গ্রুপ ২-এর লড়াই। শেষ চারে যাওয়ার জন্য লড়ছে তিনটি দল। রবিবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আফগানিস্তান জিতলেই সুযোগ থাকবে বিরাট কোহলীদের। সেই ম্যাচের আগে ভারতের জন্য আশার কথা শোনালেন কেন উইলিয়ামসন নিজেই।

শুক্রবার নামিবিয়াকে হারিয়ে উইলিয়ামসন বলেন, "আফগানিস্তান খুব, খুব শক্তিশালী দল। বিশ্বকাপে ওরা ভাল খেলেছে। ওদের দলে ম্যাচ জেতানোর অনেক লোক রয়েছে। ওদের সঙ্গে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।" কিউয়ি অধিনায়কের কথাতেই স্পষ্ট, রশিদ খানদের যথেষ্ট সমীহ করছেন তিনি। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে সতর্ক হয়ে নামতে চাইছেন। এখন দেখার রবিবার কোহলীদের ভাগ্য কোন দিকে যায়।

# ঘরের মাঠে মরসুমের প্রথম ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বি হার রোনাল্ডোদের

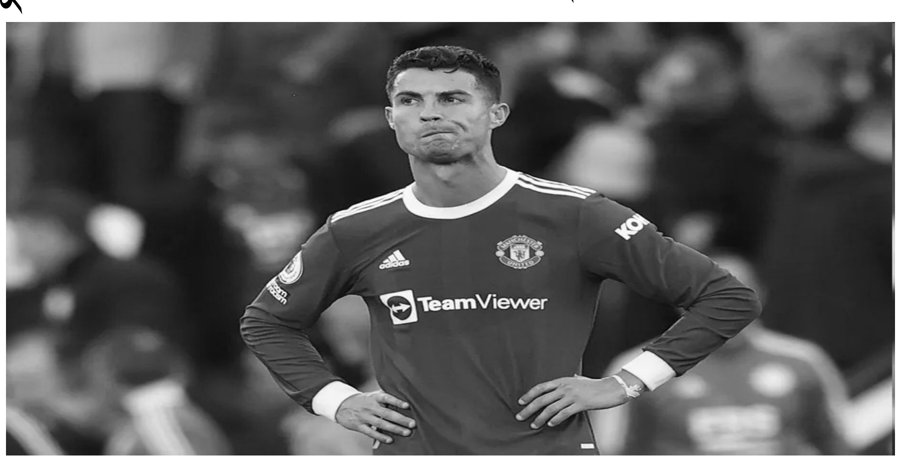

ম্যাঞ্চেস্টার, ৬ নভেম্বর (হি.স) : ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে রোনাল্ডো দুরন্ত খেলেও, ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বি জেতাতে পারলেন রেড ডেভিলসদের। দুর্বল রক্ষণ, খারাপ গোল কিপিংয়ের ফলে ঘরের মাঠে মরসুমের প্রথম ডার্বি হেরে গেল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ম্যান সিটির কাছে ২-০ গোলে হারলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা।

রেড ডেভিলসদের হয়ে দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন সি আর সেভেন। শনিবার ইপিএলের সবচেয়ে হাই ভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী। ম্যান ইউয়ের প্রধান ভরসা রোনাল্ডোকে সামনে রেখেই পেপ গুয়ার্দিওলার বিরুদ্ধে দল সাজিয়েছিলেন ওলে গানার সোলসকার। ম্যাঞ্চস্টার ডার্বিতে সাফল্যের খোঁজে সোলসকারের ছক ছিল এদিন ৩-৫-২। মাঝমাঠে বাড়তি ফুটবলার রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি।

ম্যাচের ৭ মিনিটে ম্যান ইউয়ের আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়েন রোনাল্ডোরা। সুযোগও পেয়েছিলেন অবশ্য সমতায় ফেরার। কিন্তু তা হয়নি। বরং প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার মুহূর্তে বার্ণার্ডো সিলভার গোলে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে ফেলে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। বিরতির পর থেকেই খেলা ছিল আক্রমণ-প্রতিআক্রমণে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি অবশ্য আর গোল করতে পারেনি। তবে প্রতিআক্রমণে গিয়ে ম্যান ইউও ম্যাচে ফিরতে পারেননি। যদিও শেষপর্যন্ত একা লড়াইটা চালিয়ে গিয়েছিলেন সি আর সেভেন। শেষে ২-০ গোলে হেরেই মাঠ ছাড়তে হয় রেড ডেভিলসদের।

**PRESS NIeT. NO. 53/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22 Dated: - 22/10/2021**

The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / P&T / Other State PWD / registered vehical owner (for Sl. No. 4 & 5) / Central & State Sector undertaking and also having experience certificate (Not below the rank of Executive Engineer) to completed such type of works successfully with good credential certificates (along with work order copy )(for Sl.No. 2) for the following works :-.

| Sl. No. | Name of Work | Estimated Cost | Earnest Money |
|---|---|---|---|
| 1 | DNIeT. No. 227/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22 | ₹ 29,13,664.00 | ₹ 29,137.00 |
| 2 | DNIeT. No. 229/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22. | ₹ 67,96,671.00 | ₹ 67,967.00 |
| 3 | DNIeT. No. 231/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22 | ₹ 72,76,305.00 | ₹ 72,763.00 |
| 4 | DNIeT. No. 232/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22 | ₹ 7,54,850.00 | ₹ 7,549.00 |
| 5 | DNIeT. No. 233/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22. | ₹ 7,54,850.00 | ₹ 7,549.00 |

**Last date and time for document downloading and bidding** : Up to 15.00 Hrs on **12-11-2021**

**Place, Time and date of opening of online bid** : O/o the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 P.M. on **12-11-2021** if possible

Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, Udaipur/Kakraban/Killa/Rig/Amarpur/ Karbook/Ompi and the website **https://www.tripuratenders.gov.in**

(ER. S.H Jamatia)
Executive Engineer
DWS Division Udaipur
Gomati District, Tripura

**ICA-C-2587/2021-22**

**(For publication in Newspaper)**

**SNIT NO:-07/NIT/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22 date: 02/11/2021** for mtc of existing pipe line works, Repairing & mtc of electrical and mechanical works, Lowering and lifting submersible pump and motor, under DWS Division Kalyanpur, PWD:-

| Sl No | DNIT No | Estimate Cost | Earnest money |
|---|---|---|---|
| 1) | DNIT NO. 52/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 4,81,128.00 | Rs. 4811.00 |
| 2) | DNIT NO. 53/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 4,81,128.00 | Rs. 4811.00 |
| 3) | DNIT NO. 54/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 4,81,128.00 | Rs. 4811.00 |
| 4) | DNIT NO. 55/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 4,81,128.00 | Rs. 4811.00 |
| 5) | DNIT NO. 56/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 2,89,238.00 | Rs. 2892.00 |
| 6) | DNIT NO. 57/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 2,89,238.00 | Rs. 2892.00 |
| 7) | DNIT NO. 58/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 2,89,238.00 | Rs. 2892.00 |
| 8) | DNIT NO. 59/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 2,76,526.00 | Rs. 2765.00 |

Last date and time for receipt of application for issue of tender form **up to 4.00 PM on 15/11/2021** Other necessary detailed information can be seen and tender documents will be sold in the DWS Division office of **Kalyanpur & Agartala-I** in office hours.

**ICA-C-2581/2021-22**

**(ER. GOPI MAJUMDER)**
**Executive Engineer**
**DWS Division, PWD**
**Kalyanpur, Tripura**

**PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/AMB/24/2021-22** **Dated: 02.11.2021**

**The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate tender(s). The details are given below;

| SL NO | DNIT No. | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM | TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EE-IED/AMB/140/2021-22 | ₹ 3,67,347.00 | ₹ 3,673.00 | Upto 14.00 Hrs. on 15.11.2021 | At 12.30 Hrs. on 16.11.2021 |
| 2 | EE-IED/AMB/141/2021-22 | ₹ 3,07,492.00 | ₹ 3,075.00 | | |
| 3 | EE-IED/AMB/142/2021-22 | ₹ 4,65,973.00 | ₹ 4,660.00 | | |
| 4 | EE-IED/AMB/143/2021-22 | ₹ 4,65,973.00 | ₹ 4,660.00 | | |
| 5 | EE-IED/AMB/144/2021-22 | ₹ 4,65,973.00 | ₹ 4,660.00 | | |
| 6 | EE-IED/AMB/145/2021-22 | ₹ 4,65,973.00 | ₹ 4,660.00 | | |
| 7 | EE-IED/AMB/146/2021-22 | ₹ 4,65,973.00 | ₹ 4,660.00 | | |
| 8 | EE-IED/AMB/147/2021-22 | ₹ 4,65,973.00 | ₹ 4,660.00 | | |
| 9 | EE-IED/AMB/148/2021-22 | ₹ 4,65,973.00 | ₹ 4,660.00 | | |
| 10 | EE-IED/AMB/149/2021-22 | ₹ 4,65,973.00 | ₹ 4,660.00 | | |
| 11 | EE-IED/AMB/150/2021-22 | ₹ 4,65,973.00 | ₹ 4,660.00 | | |

The tender documents are available for inspection in the office of the **Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura** from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

For and on behalf of Governor of Tripura

(Er. Ajit Ghosh)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa Dhalai Tripura.

**ICA-C-2575/2021-22**

# আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন ক্রিস গেইল

দুবাই, ৬ নভেম্বর (হি.স) : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারকা ক্রিস গেইল। শনিবার টি-২০ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ বার খেলতে নেমেছিলেন

গেইল। আউট হওয়ার পরে দেখা গেল, সাইডলাইনের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সতীর্থরা। তাঁদের সামনে দিয়ে ব্যাট উঁচিয়ে বেরিয়ে যান গেল। যাওয়ার সময় সতীর্থদের সঙ্গে খানিক খুনসুটি করতেও দেখা গেল তাঁকে।

বিশ্বকাপের আগেই গেল জানিয়েছিলেন, এটিই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ হতে চলেছে। চলতি বিশ্বকাপে খুব একটি ভাল ছন্দে দেখা যায়নি গেলকে। শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৯ বলে ১৫ রান করেন তিনি। তার মধ্যে ছিল দু'টি বিশাল ছক্কা। প্যাট কামিংসের বলে আউট হন গেল। পরে দেখা যায় গ্যালারিতে থাকা দর্শকদের দিকে নিজের গ্লাভস ছুড়ে দিচ্ছেন তিনি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে টি-২০ ক্রিকেটে ৭৮টি ম্যাচে ১৮৮৪ রান করেছেন গেইল। তার মধ্যে রয়েছে দু'টি শতরান। সর্বোচ্চ ১১৭। সব মিলিয়ে টি২০-তে ৪৫২টি ম্যাচ খেলেছেন গেইল। মোট ১৪,৩০৬ রান করেছেন তিনি। ২২টি শতরান রয়েছে তাঁর। আইপিএল-এ সর্বোচ্চ ১৭৫ রান করেছেন 'ইউনিভার্স বস'।

# দ্বিতীয়বার ''পিতৃহারা'' ঋষভ পন্থ, বিশ্বকাপের মাঝেই আছড়ে পড়ল দুঃসংবাদ

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর (হি.স) : ভারতীয় ক্রিকেটার ঋষভ পন্থ বহুদিন আগেই পিতাকে হারিয়েছিলেন। টি-২০ বিশ্বকাপ চলাকালীন দ্বিতীয়বার কার্যত পিতৃহারা হলেন পন্থ। একাধিকবার সাক্ষাতকারে পন্থ বলেছেন, কোচ তারক সিনহা তাঁর কাছে পিতৃতুল্য। শনিবার কোচ তারক সিনহাই প্রয়াত হলেন ফুসফুসের সংক্রমণে। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। তবে সংক্রমণের ধাক্কা আর সামলাতে পারলেন না তারক সিনহা।

অবিবাহিত ছিলেন। মৃত্যুর সময় রেখে গেলেন বোনকে। কোচ হিসেবে ভারতের প্রথম সারির বহু ক্রিকেটারকে তুলে এনেছেন। মনোজ প্রভাকর, সুরিন্দর খান্না, অজয় শর্মা, রমন লাম্বা, অতুল ওয়াসন, সঞ্জীব শর্মার মত প্রখ্যাত ক্রিকেটার থেকে হালের ঋষভ পন্থের উত্থান তাঁর কোচিংয়ে। দিল্লির বিখ্যাত সনেট ক্লাবের কোচ ছিলেন। অগুনতি ক্রিকেটার দেশকে উপহার দিয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া দেশের ক্রিকেট মহলে। এক সাক্ষাতকারে পন্থ পরে জানান, ''উনি মোটেই আমার পিতৃতুল্য নন। উনি আমার সাক্ষাত পিতা।'' পন্থ কেরিয়ারে এখনও পর্যন্ত যা কিছু অর্জন করেছে, তার জন্য বিশাল গর্বিত ছিলেন তারক স্যার।

# ২০২৪ পর্যন্ত বার্সেলোনার দায়িত্বে জাভি

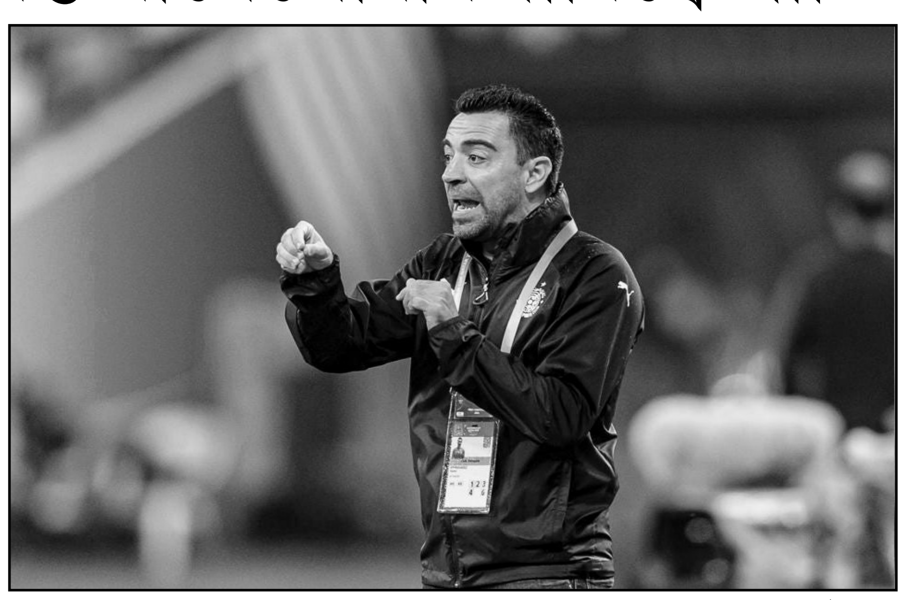

বার্সেলোনা, ৬ নভেম্বর (হি.স) : অবশেষে কাতার আল সাদ জাভির বার্সেলোনায় ফেরার কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করল বার্সেলোনা। জাভির বার্সেলোনায় ফেরার বিষয়ে আগেই জানিয়েও দিয়েছিল। তবুও অপেক্ষা ছিল বার্সেলোনার তরফ থেকে একটা সরকারি ঘোষণার। শনিবারই জাভির বার্সায় ফেরার কথা ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল।

বহু বছর পর ফের বার্সায় প্রত্যাবর্তন হল জাভির। ২০২৪ সাল পর্যন্ত বার্সেলোনার কোচ হিসাবে চুক্তিবদ্ধ হলেন প্রাক্তন তারকা ফুটবলার। এই মরসুম থেকেই দলের দায়িত্ব নিতে চলেছন তিনি। যদিও বার্সায় প্রত্যাবর্তনের অঙ্কটা অবশ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি ক্লাবের তরফে।

মেসির চলে যাওয়া এবং রোনাল্ড কোম্যানের হাতে দায়িত্ব থাকলেও, বার্সার পারফরম্যান্সের গ্রাফ ছিল একেবারে নীচের দিকে। মরসুমের মঝপথেই কোম্যানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বার্সেলোনা। এরপরই জাভির নাম নিয়ে শুরু হয়ে যায় জল্পনা। শেষপর্যন্ত ঘরের ছেলেকেই কোচের ভূমিকায় ফেরাল ক্যাটালুনিয়ান্সরা।

# শেষ ম্যাচে দলকে জেতাতে ব্যর্থ গেইল, সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়া

আবুধাবি, ৬ নভেম্বর (হি.স) : ডেভিড ওয়ার্নার এবং মিশেল মার্শের ১২৪ রানের যুগলবন্দির দৌলতে শনিবার গ্রুপ পর্যায়ের শেষ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৮ উইকেটে মাত দিল অস্ট্রেলিয়া। শনিবার আবুধাবিতে এই ম্যাচের আয়োজন করা হয়। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭ উইকেটে ১৫৭ রান তুলেছিল। অধিনায়ক কায়রন পোলার্ড ৩১ বলে ৪৪ রান করেন। জবাবে শুরু থেকেই ধামাকাদার খেলতে থাকেন ডেভিড ওয়ার্নার (৫৬ বলে ৮৯ অপরাজিত থাকেন)। ওপেনিং পার্টনারশিপে অ্যারন ফিঞ্চের (১১ বলে ৯ রান) সঙ্গে ডেভিড ওয়ার্নার ৩৩ রান যোগ করেছিলেন। এরপর আকিল হোসেনের বলে (১/২৯) অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক নিজের উইকেটটা ছুঁড়ে দিয়ে আসেন।

ফিঞ্চ প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেও তার প্রভাব কিন্তু ওয়ার্নারের উপর খুব একটা বেশি পড়েনি। এদিন শুরু থেকেই ব্যাট হাতে দুরন্ত পারফরম্যান্স করলেন অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ওপেনার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেরা বোলার হোসেনকে একটি ছক্কা এবং একটি চার হাঁকান। পাওয়ার প্লে চলাকালীন অস্ট্রেলিয়া এক উইকেটে ৫৩ রান তোলে। ১৬.১ ওভারেই অস্ট্রেলিয়া কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যায় এবং ৮ উইকেটে জয়লাভ করে।

অন্যদিকে ৯ বলে ১৫ রান করলেন ক্রিস গেইল। আজ তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করলেন।

# রাহুল দ্রাবিড়ের জায়গায় ভিভিএস লক্ষ্মণ, বড় সিদ্ধান্তের পথে বিসিসিআই

মুম্বই, ৬ নভেম্বর (হি.স) : রবি শাস্ত্রীর উত্তরসূরি হিসেবে টিম ইন্ডিয়ার দায়িত্ব নেবেন রাহুল দ্রাবিড়। আগেই সরকারিভাবে সে কথা ঘোষণা করে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড। এবার আরও একটি বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে বিসিসিআই। সব ঠিকঠাক থাকলে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ডিরেক্টরের দায়িত্ব পেতে চলেছেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। ভারতীয় ক্রিকেটকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে প্রাক্তনীদের বড় ভূমিকার কথা বারবারই বলেন বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই কারণেই বিরাট কোহলিদের কোচ হিসেবে বোর্ডের প্রথম পছন্দ ছিল কোনও ভারতীয় প্রাক্তন ক্রিকেটারই। সেই লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। চলতি বিশ্বকাপের পরই কোহলিদের হেডস্যারের ভূমিকায় দেখা যাবে মিস্টার ডিপেন্ডেবলকে। আর তাঁর ফেলে আসা পদটিতেই এবার লক্ষ্মণকে আনার চিন্তাভাবনা চলছে।

ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার আগে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর পদে ছিলেন দ্রাবিড়। শোনা যাচ্ছে, সেই শূন্যস্থানই পূরণ করবেন লক্ষ্মণ। বিসিসিআই সূত্রে খবর, শুধু সভাপতি সৌরভ নন, সচিব জয় শাহ-সহ বোর্ডের অন্যান্যরাও নাকি এনসিএ'র প্রধান হিসেবে 'ভেরি ভেরি স্পেশ্যাল' লক্ষ্মণকেই চাইছেন। গত কয়েক বছর ধরেই এনসিএ প্রধান ও ভারতীয় দলের কোচ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন। এক্ষেত্রে তাই লক্ষ্মণ এলে দ্রাবিড়েরও সুবিধাই হবে।

## পলাতক আসামি

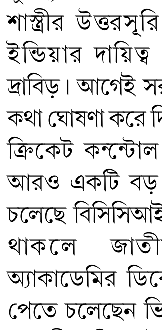

পাশের ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী মনতোষ শব্দকর (২৮), পিতা - শ্রী পরিমল শব্দকর সাং- বৌলাপাশা থানা - কৈলাসহর, ঊনকোটি ত্রিপুরা। গত ২৮.১০.২০২১ ইং তারিখে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৪৭/৫১১/৪২৭/১৫৩(এ)/২৯৮/৫০৬/৩৪ ধারা মোতাবেক উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কৈলাসহর থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয় যাহার নম্বর ঃ- ১১৫/২০২১ তাং - ২৮.১০.২০২১।

উপরিউক্ত ব্যক্তির কোনও সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরণের অনুরোধ রহিল।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ-

১। এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর ফোন নং - ০৩৮২৪-২২২৩৯২

২। এসডিপিও কৈলাসহর ফোন নং - ০৩৮২৪-২২২২১৬/৮৯৭৪৮৬৫৩৫৪

৩। ওসি কৈলাসহর থানা ফোন নং - ০৩৮২৪-২২২২৮৩

**ICA-D-1196/2021-22**

পশ্চিমবঙ্গে প্রয়াত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে ত্রিপুরায় তৃণমূলের উদ্যোগে। ছবি নিজস্ব।

# মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী অনিল দেশমুখের ১৪ দিন বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ

মুম্বই, ৬ নভেম্বর (হি.স) : আর্থিক তছরুপ মামলায় মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দিল বিশেষ আদালত। তাঁকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শনিবার ফের তাঁকে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

গত সোমবার এনসিপি নেতা দেশমুখকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডায়রেক্টরেট (ইডি)। ১২ ঘণ্টা জেরার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দেশমুখের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সিবিআই তদন্ত শুরু করেছে।

মুম্বই পুলিশের কমিশনার পরম বীর সিংহ দেশমুখের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, পুলিশ আধিকারিক শচীন ওয়াজেকে প্রতি মাসে হোটেল এবং বারগুলি থেকে ১০০ কোটি টাকা তোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মুকেশ অম্বানীর বাড়ির সামনে থেকে বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি উদ্ধারের পরই গত মার্চ মাসে ততকালীন পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিংকে সরিয়ে দিয়েছিলেন ততকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ। এরপরই পরমবীর সিং মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে চিঠি লিখে অনিল দেশমুখের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ আনেন।

তিনি জানান, অম্বানীকাণ্ডে ধৃত পুলিশ অফিসার সচিন ভাজে এবং এসিপি সঞ্জয় পাটিলকে প্রতিমাসে ১০০ কোটি টাকা তোলাবাজির লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিলেন। এর জন্য মুম্বইয়ের ১৬০০ বার-রেস্তোরাঁকেও চিহ্নিত করেছিলেন তিনি। গত ২ নভেম্বর তাঁকে আদালতে পেশ করে ১৪ দিনের ইডি হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। সেই সময় বিচারক পি বি যাদব এনসিপি নেতা অনিল দেশমুখকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

# আমেরিকার মিউজিক ফেস্টিভ্যালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ভিড়ের চাপে মৃত্যু অন্তত ৮, আহত বহু

ওয়াশিংটন, ৬ নভেম্বর (হি.স) : সংগীতানুষ্ঠানের আনন্দ বদলে গেল শোকের আবহে। আমেরিকার সংগীত উৎসবে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন অন্তত ৮ জন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা নিয়ে এখনও নির্দিষ্টভাবে প্রশাসন কিছু জানাতে পারেনি। তবে প্রাথমিক ধারণা, প্রচুর ভিড়ের মাঝেই এই বিপত্তি ঘটেছে। ঘটনার জেরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

হিউস্টনের ট্রাভিস স্কটস অ্যাস্ট্রোওয়ার্ল ফেস্টিভ্যাল চলছিল স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত ৯টা নাগাদ। করোনা আবহ পেরিয়ে সপ্তাহান্তে মিউজিক ফেস্টে শামিল হয়েছিলেন অনেকে। সেখানে গানের সুর আচমকাই কেটে দিল বড়সড় দুর্ঘটনা। ভিড়ের মধ্যে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনুষ্ঠানের মধ্যেই ৮ জনের প্রাণহানি ঘটে যায়। অন্তত ৩০০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বেশিরভাগেরই শরীরে চোট-আঘাত রয়েছে। এঁদের মধ্যে ১১ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

হিউস্টন দমকল বিভাগের প্রধান স্যামুয়েল পেনার অনুমান, ঘটনার গতিপ্রকৃতি দেখে মনে হয়, গান শুরু হওয়ার পর মঞ্চের সামনে ভিড় বাড়তে থাকে। সকলেই গায়কদের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করেন। সেখানেই দুর্ঘটনা ঘটে। ভিড়ের চাপে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন, কেউ চাপ সামলাতে না পেরে সেখানেই পড়ে প্রাণ হারান। আনন্দের মুহূর্তে এত বড় দুর্ঘটনা হিউস্টনের ইতিহাসে বিরলতম বলে জানাচ্ছে পুলিশ প্রশাসন।

## নেশার খেসারত বিহারে বিষমদ কাণ্ডে মৃত্যু বেড়ে ৬৮

পটনা, ৬ নভেম্বর (হি.স) : বিহারের বিষমদ কাণ্ডে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। শনিবার সমস্তিপুর থেকে আরও চারজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। অসুস্থ বহু। এনিয়ে টানা তিনদিন মৃত্যুর খবর মিলল নীতিশ কুমারের রাজ্য থেকে। বিষমদ খেয়ে বিহারের মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬৮।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সাল থেকে বিহারে নিষিদ্ধ মদ। তার পরেও একাধিকবার সে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মৃত্যুর খবর মিলেছে। দেখা গিয়েছে, নেশার টানে বিষমদেই চুমুক দেয় মদ্যপেয়ীরা। আর তার জেরেই প্রতি বছরই একাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

বিহারে মদ নিষিদ্ধ। অথচ বৃহস্পতিবার থেকে মুজফফরপুর, গোপালগঞ্জ ও চম্পারণ এলাকা থেকে একের পর এক মৃত্যুর খবর আসছে। এই তিনটি এলাকাতেই এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৬৮ জনের। মুজফফরপুরের মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩। পশ্চিম চম্পারণে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে ভরতি আরও সাতজন। গোপালগঞ্জে মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের। বিষমদ কাণ্ডে যুক্তদের ধরতে অভিযান শুরু করেছে বিহার প্রশাসন।

# মিজোরামে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬২টি শিশু কোভিড-১৯ পজিটিভ শনাক্ত

আইজল, ৬ নভেম্বর (হি.স.) : মিজোরামে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬২টি শিশুকে কোভিড-১৯ পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার থেকে আজ পর্যন্ত ৫১৩ জনকে কোভিড পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছিল। এর মধ্যে শিশুর সংখ্যা ১৬২।

রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে এই তথ্য পাওয়া গেছে। তথ্য বলছে, নতুন মামলাগুলিকে নিয়ে মিজোরামে কোভিড-১৯ পজিটিভের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,২৪,৫৩৯। এদিকে, রাজ্যে নতুন আরও পাঁচজন কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। এতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৪৫। তবে সংক্রমিতের হার আগের দিনের ১৪.১৮ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ৯.২০ শতাংশে। এছাড়া, রাজ্যের এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে নিজের নিজের বাড়ি চলে গেছেন ১,১৮,০৫০ জন। সক্রিয় মামলার সংখ্যা ৬,০৪৪। সুস্থতার হার ৯৪.৭৮ এবং মৃত্যুর হার ০.৩৫ শতাংশ।

উল্লেখ্য মিজোরাম সরকার গত ২৯ অক্টোবর থেকে দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য আইজল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এলাকায় স্কুল এবং হস্টেল পুনরায় খুলে দিয়েছে। পাশাপাশি কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাগুলিতেও কিছুটা সরল করেছে।

# দিল্লিতে আরও ৬ মাস বিনামূল্যে রেশন মেয়াদ বৃদ্ধির ঘোষণা কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর (হি.স) : রাজধানীতে বিনামূল্যে রেশন প্রকল্পের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়িয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শনিবার তিনি জানিয়েছেন, দেশে মুদ্রাস্ফীতি এখন সর্বোচ্চ শিখরে রয়েছে। অনেকেরই পেটে দুই বেলার খাবার জুটছে না। করোনা অতিমারির কারণে কাজ হারিয়েছেন অনেকে। এই সব দিক বিবেচনা করে বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতিতে বিনামূল্যে রেশন প্রকল্পের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়িয়েছে দিল্লি সরকার।

এর পাশপাশি, গোটা দেশের জন্য যে বিনামূল্যে রেশন প্রকল্প কেন্দ্রের তরফে চালু করা হয়েছে, সেটিরও মেয়াদ যাতে আরও ছয় মাস বাড়ানো হয়, সেই অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠিও পাঠিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। উল্লেখ্য গতকালই কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিব সুধাংশু পাণ্ডে এক সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছিলেন, আপাতত প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যান অন্ন যোজনার মেয়াদ নতুন করে বাড়ানোর কোনও পরিকল্পনা নেই কেন্দ্রে। তারপরেই কেজরিওয়ালের দিল্লিতে ৬ মাসের জন্য বিনামূল্যে রেশন প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণা যথেষ্ট তাতপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

## ইয়াকুবনগরে উদ্ধার অজগরের শাবক, চাঞ্চল্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।।** ইয়াকুবনগরে উদ্ধার অজগরের শাবক। ধর্মনগর বন দপ্তরের কর্মীরা অজগর সাপের শাবকটিকে পানিসাগর রৌয়া অভরান্য এনে ছেড়ে দেয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর বন দপ্তরের অধীন ইয়াকুব নগর থেকে উদ্ধার একটি অজগর সাপের শাবক। ধর্মনগর বন দপ্তরের কর্মীরা অজগর সাপের শাবকটিকে পানিসাগর রৌয়া অভরান্য এনে ছেড়ে দেয়। সংবাদ সূত্রে জানা যায়, উত্তর জেলার ধর্মনগর বন দপ্তরের অধীন ইয়াকুব নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নং ওয়ার্ডের লাল মিয়া শুক্রবার তার মহিষের জন্য ঘাস কাটতে আলম বাজার এলাকাতে যায়।

আলম বাজার এলাকাতে ঘাস কাটার সময় সে জলের মধ্যে সৈল মাছ জাতিয় কিছু দেখতে পায়। জলের মধ্যে মাছ জাতিয় কিছু দখতে পেয়ে লাল মিয়া প্রানীটির মাথাতে ধরে টেনে আনে। জল থেকে শুকনা জায়গাতে তুলার পর দেখা যায় এটি একটি অজগর সাপের শাবক।শাবকটি প্রায় পাঁচ থেকে ছয় ফুট লম্বা।অজগর সাপের শাবক উদ্ধারের খবর চাউর হতেই মুহুর্তের মধ্যে কৌতুহলি লোক সাপের শাবকটি দেখার জন্য ভিড় করতে থাকে। খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর বন দপ্তরে।অজগর সাপের শাবক উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বন দপ্তরের কর্মীরা। বন দপ্তরের কর্মীরা অজগর সাপের শাবকটিকে জনগনের হাত থেকে উদ্ধার করে ধর্মনগর বন দপ্তরের অফিসে নিয়ে আসে।

# আরিয়ান কাণ্ডে নয়া মোড়, এনসিপি ঘনিষ্ঠ সুনীল পাটিল মূল চক্রী, অভিযোগ বিজেপির

মুম্বই, ৬ নভেম্বর (হি.স) : আরিয়ান খান-কাণ্ডে এবার উঠে এল সুনীল পাটিলের নাম। বিজেপির অভিযোগ, এনসিপি-ঘনিষ্ঠ এই সুনীলই মূল চক্রী। বিজেপিকে বদনাম করার জন্যই সুনীলকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে এনসিপি নেতারা। শনিবার মহারাষ্ট্র বিজেপি নেতা মোহিত কাম্বোজ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, “গেরুয়া শিবিরকে বদনাম করতে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। সুনীল পাটিলকে সামনে রেখে ষড়যন্ত্র করছে মহারাষ্ট্রের যে সব মন্ত্রী, তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে।” রাজ্যের বেশ কয়েক জন মন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মোহিত। তাঁর কথায়, “মন্ত্রীরা কি মাদক মাফিয়াদের সমর্থন করছেন, না কি এক জন আধিকারিককে নিশানা করতে চাইছেন?” তবে রাজ্যেরই এক প্রাক্তন মন্ত্রীকে দাউদ ইব্রাহিম ঘনিষ্ঠ মাদক মাফিয়ার সঙ্গে দেখা গিয়েছিল বলেও দাবি মোহিতের।

তিনি আরও বলেন, “আরিয়ান-কাণ্ডে মূল নিয়ন্ত্রক এবং চক্রী সুনীল পাটিল। গত ২০ বছর ধরে এনসিপি নেতাদের সঙ্গে তাঁর ওঠবস। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী অনিল দেশমুখের ছেলে হৃষিকেশ দেশমুখের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সরকারি দফতরে কাকে কোথায় বদলি করা হবে, তার একটা চক্র চালাতেন সুনীল।”

মোহিতের আরও অভিযোগ, এই মামলার অন্যতম সাক্ষী কিরণ গোসাভিও সুনীলের লোক। এটা একটা বড় ষড়যন্ত্র বিজেপি-র বিরুদ্ধে। সুনীলের সঙ্গে তাঁদের কী সম্পর্ক, তা স্পষ্ট করতে হবে এনসিপি নেতাদের। তাঁর কথায়, “একটি বড় হোটেলের ঘর ভাড়া করেছিলেন সুনীল। সেখানে কোন কোন এনসিপি নেতা এসেছিলেন, তার জবাব দিতে হবে এনসিপি নেতা নবাব মালিককে।”

# বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হল মাতাবাড়ীর দেওয়ালী মেলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।।** কিছু বিক্ষিপ্ত ছোটখাটো ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হল উদয়পুর ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী দুই দিনব্যাপী মেলা। দেওয়ালে মেলাকে কেন্দ্র করে ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

মন্দির নগরী উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে সমাপ্ত হল দেওয়ালী মেলা। মেলা শেষ হলেও রয়ে গেল বহু স্মৃতি। কিছু ছোট বড় ঘটনা ছাড়া অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে জাতি উপজাতি সহ সকল ধর্ম বর্ণ মানুষের উপস্থিতিতে সমাপ্ত হলো মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে দেওয়ালী মেলা ও উৎসব।এবারের মেলা ছিল মানুষের কাছে খুবই আকর্ষণীয়।কেন না আমরা অতিমারি মহামারি থেকে কিছুটা রেহাই পেয়ে মায়ের আরাধনায় ব্যতী হয়েছি।যাই হোক, গত ৪ ও ৫ নভেম্বর মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরকে ঘিরে দুই দিনের মেলা সংঘটিত হয়।যার উদ্যোক্তা ছিলেন মাতাবাড়ির ট্রাস্ট কমিটি এবং সহযোগিতায় ছিল গোমতী জেলা প্রশাসন।তাছাড়াও ছিল একটি মেলা কমিটি, যার চেয়ারম্যান ছিলেন বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ।মেলায় পূণ্যার্থীদের আগমনে মেলার দুইদিন পাঁচটি করে দশটি রেল এর ব্যবস্থা ছিল।বলা যায়, এবারের মেলাতে প্রচুর সংখ্যক দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে।অন্যান্য বছরের ন্যায় মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির এবং মন্দিরের চারদিকে আলোর রোশনায় ভরিয়ে তোলা হয়।বিশেষ করে কল্যাণ সাগরের চারিপাশ এমনভাবে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা হয় যা দর্শনার্থীদের দারুণভাবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আর্থিক তোলাবাজি মামলায় শচীন ওয়াজের ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজত

মুম্বই, ৬ নভেম্বর (হি.স) : আর্থিক তোলাবাজি মামলায় মুম্বইয়ের বরখাস্ত হওয়া পুলিশ অফিসার শচীন ওয়াজেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিল আদালত। শনিবার আর্থিক তোলাবাজি মামলায় মুম্বইয়ের এসপ্ল্যানেড আদালতে শচীন ওয়াজেকে পেশ করা হয়। মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ এর আগে তার বয়ান রেকর্ড করার বিষয়ে আদালতের কাছে আবেদন জানায়। আগামী ৮ নভেম্বর তার বয়ান রেকর্ড করা হবে বলে জানা গিয়েছে। এর আগে গত ১ নভেম্বর আদালত শচীন থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত ক্রাইম ব্রাঞ্চের হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। যদিও সে সময় তদন্তকারী সংস্থা ১০দিনের হেফাজতের আবেদন জানিয়েছিল। প্রসঙ্গত মুম্বইয়ে এই তোলাবাজির একটি মামলা গত ২৩ জুলাই শচীন ওয়াজে এবং প্রাক্তন মুম্বই পুলিশ।

# ট্যাঙ্কার ফেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, সিয়েরাতে মৃত ৯২

ফ্রিটাউন, ৬ নভেম্বর (হি.স) : দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। ট্যাঙ্কার ফেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। মৃত্যু কমপক্ষে ৯২ জনের। শুক্রবার এই ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম আফ্রিকার সিয়েরা লিওনের রাজধানী ফ্রিটাউনে।

ঘটনায় আহত বেশ কয়েকজন। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে লিওনের ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এজেন্সির তরফে। জানা গেছে গতকাল জ্বালানিবাহী ট্রাক ওয়েলিংটনের বাই বুরেহ রোডের দিক থেকে আসছিল। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারায়। ধাক্কা মারে জ্বালানিবাহী ট্রাকটিকে। ট্রাকটির সাথে সংঘর্ষে রাস্তার মাঝেই উল্টে যায় জ্বালানিবাহী ওই ট্রাকটি। এরপরেই ঘটে দুর্ঘটনা। ট্রাক থেকে জ্বালানি তেল পরে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় মারা যান ৮৪ জন মানুষ। আহত হয়েছে অনেকেই। তাঁদের অবস্থাও শোচনীয়।

বিস্ফোরণের ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যেখানে দেখানে যাচ্ছে শতাধিক মানুষের আর্তনাদ। বাঁচার চেষ্টা। এবং সেইসঙ্গে দমকল কর্মীদের ছোটাছুটি। আগুন নেভানোর চেষ্টায় হাত লাগিয়েছেন সকলকেই।

## জার্মানির হাই-স্পিড ট্রেনের ভেতর ছুরি হামলায় আহত একাধিক যাত্রী

বার্লিন, ৬ নভেম্বর (হি.স) : জাপানের পর জার্মানি। ট্রেনের ভেতর ফের ছুরি হামলা। তাতে আহত হয়েছেন একাধিক যাত্রী। শনিবার সকালে জার্মানির বাভারিয়া শহরে ওই হামলার ঘটনায় ট্রেনের ভেতর যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে। তবে ছুরি হামলায় তিন জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

এই ঘটনার পরই রেগেনসবার্গ এবং নুরেমবার্গ স্টেশনের মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয় রেল কর্তৃপক্ষ। বন্ধ করে দেওয়া হয় সিউবার্সডর্ফ স্টেশনটিও। এদিন সকাল ৯টা নাগাদ ওই স্টেশনেই ট্রেনটি ঢোকার পর হামলাকারী হঠাৎ ছুরি দিয়ে যাত্রীদের কোপাতে শুরু করে। মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে ট্রেনের ভেতর।

# প্রমোদনগরে জম্পুইজলা মহকুমা ভিত্তিক নাগরিক অধিকার মঞ্চ গঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ নভেম্বর।।** জম্পুইজলা মহকুমার মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, ঈদগাহ ও সামাজিক, অর্থনৈতিক, জাতি উপজাতি সকল মানুষের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখা সহ সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে জম্পুইজলা মহকুমার মসজিদ এলাকা থেকে ৫ জন প্রতিনিধি নিয়ে প্রমোদনগর সিনিয়র মাদ্রাসায় এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রতিটি এলাকার যুবক- মুরুব্বী জম্পুইজলা মহকুমার বিভিন্ন সমস্যার কথা বক্তব্যের মাধ্যমে উত্থাপন করেন। সভায় দীর্ঘ সময় আলোচনা ও পর্যালোচনা করে জম্পুইজলা মহকুমার প্রতিটি সমাজ থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি নিয়ে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন মফিজ মিয়া (চিকন ছড়া পশ্চিম) সহ-সভাপতি বিল্লাল মিয়া (উজান পাথালিয়া), টিটন আলী ( দক্ষিণ গোলাঘাটি), খলিল মিয়া (প্রমোদনগর মধ্য), দিদার হোসেন (হিরাপুর), শাহ আলম (চিকন ছড়া পূর্ব) সম্পাদক মাওলানা জাকির হোসাইন ( জগাইবাড়ী), সহ-সম্পাদক রিয়াদ হোসেন(চিকন ছড়া পশ্চিম), সহিদ মিয়া (প্রমোদনগর উত্তর), হানিফ মিয়া (দোহারাম) কোষাধক্ষ্য দুলাল মিয়া (প্রমোদনগর), সদস্যবৃন্দ- জাহাঙ্গীর হোসেন, বাচ্চু মিয়া, রুবেল হোসেন, জলিল মিয়া, জাহাঙ্গীর হোসেন, সোনা মিয়া, শাহজাহান মিয়া, বাবুল মিয়া, সহীদ মিয়া, মফিজ মিয়া, জাকির হোসেন, আব্দুল কাদির, ডাক্তার আব্দুল মান্নান, আমির হোসেন, সজল মিয়া, আলকাছ মিয়া, ফরিদ মিয়া, নুরুল ইসলাম, কাঞ্চন মিয়া, আবুল হক, সৈয়দ হোসেন, রাজিব মিয়া, মাওলানা বাহার মিয়া, মাওলানা আমির হোসাইন, মাওলানা বুরহান উদ্দিন, মাওলানা ইমরান হোসেন, আমির হোসেন প্রমূখ।

সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়- ১) জম্পুইজলা মহকুমার প্রতিটি মসজিদ এলাকার রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক সংগঠন সমূহের সমন্বয় সাধনে সর্বসম্মতিক্রমে 'জম্পুইজলা নাগরিক অধিকার মঞ্চ' নামকরণ করে নতুন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হয়।

২) আগামী ১৯শে নভেম্বর ২০২১ 'জম্পুইজলা নাগরিক অধিকার মঞ্চ' ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# পিএমও-র নিরীক্ষণে আদি শঙ্করের মূর্তি তৈরি করেছেন মহীশূরের ভাস্কর্য

বেঙ্গালুরু, ৬ নভেম্বর (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গোবর্ধন পূজার দিনে কেদারনাথ ধামে ধ্যানস্থ আদি শঙ্করাচার্যের ১২ ফুট লম্বা একটি মূর্তি উন্মোচন করেছেন। আসন সহ এই প্রতিমার মোট ওজন ৩৫ টন। এটি মহীশূরের ৩৭ বছর বয়সী অরুণ যোগীরাজের নেতৃত্বে ভাস্করদের একটি দল দ্বারা ভাস্কর্য করা হয়েছে।

এখানে জানা খুবই প্রয়োজন, ২০১৩ সালের ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় নিজেই পুনর্গঠনের কাজ পর্যবেক্ষণ করছে। কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই আদি শঙ্করাচার্যের মূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য একটি প্রকল্প তৈরি করেছিল এবং এজন্য অনেক ভাস্করকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মোট ১৮টি খসড়া ও প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। শুক্রবার গোবর্ধন পুজোর দিন যে মূর্তি উন্মোচন করা হয়েছিল, অরুণ যোগীরাজের সেই সংস্করণটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকেই অনুমোদিত হয়েছিল।

মূর্তিটি খোদাই করার কাজটি গত বছরের সেপ্টেম্বরে শুরু হয়েছিল এবং অরুণ যোগীরাজ নিজেই সাতজনের একটি দল এই কাজ করেছিলেন। সঠিক সময়ে এবং প্রদত্ত বিন্যাস অনুযায়ী প্রতিমা নির্মাণের জন্য পুরো দল দিনরাত নিরলস পরিশ্রম করতে হয়েছে। এত লম্বা ও ভারী মূর্তির কাছে পৌঁছানো সহজ কাজ ছিল না। তাই, সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে বোঝাই করে এটিকে সরাসরি মহীশূর থেকে উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় অবস্থিত কেদারনাথ ধামে নিয়ে যাওয়া হয়।

১২০ টন বিশেষ শিলা: মন্দিরে উপাসনার জন্য সাধারণত কৃষ্ণ শিলা বা গাঢ় বা উজ্জ্বল কালো রঙের শিলা দিয়ে দেবতার মূর্তি খোদাই করা হয়। কেদারনাথ ধামের বিশেষ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আদি শঙ্করাচার্যের মূর্তির জন্য ১২০ টন ক্লোরাইট শিস্ট পাথর বেছে নেওয়া হয়েছিল। এটি থেকে নির্মিত কাঠামো বৃষ্টি, সূর্যালোক এবং প্রতিকূল আবহাওয়া প্রভাব ফেলতে পারবে না।

পঞ্চম প্রজন্মের ভাস্কর: পাথরের সঙ্গে ভাস্কর অরুণের সহজাত সম্পর্ক রয়েছে। তার পরিবারে ভাস্কর্যের দিক থেকে তিনি পঞ্চম প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত। চৌডপ্পা আচার, বসন্না আচার, বসন্না শিল্পী, যোগীরাজ ছিলেন কর্ণাটকের জনপ্রিয় শিল্পী। ছোটবেলা থেকেই অরুণ তাঁর দাদা ও বাবার দ্বারা পাথর খনন যন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তার সহপাঠী ছেলেমেয়েরা যখন খেলতে যেত, তখন অরুণ পাথরের মধ্যেই থাকত। যে বয়সে শিশুরা বল নিয়ে খেলত, সেই বয়সে পাথর খোদাই করা ধারালো হাতিয়ার দিয়ে খেলতে খেলতে তিনি বহুবার আহত হতেন, কিন্তু এতে তার মনোবল কমেনি। তাঁর দাদা এবং বাবা সবসময় তাঁর উপর নজর রাখতেন এবং তাঁকে উতাহিত করতেন।

অরুণ ব্যাখ্যা করেন- “আমার বাবা এবং দাদা প্রতিটি পাথরকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। যে কোন পাথরে তাঁর গড়া প্রতিটি স্ট্রোক আমাকে দারুণভাবে মুগ্ধ করেছে। এমনকি তিনি আমার কাছ থেকে একটি সুন্দর মূর্তি খোদাই করেছিলেন, একভাবে, আমার বাড়ি আমার প্রথম স্কুল হয়ে ওঠে।'মূর্তিটি উন্মোচনের পর কর্ণাটকের মহীশূর জেলার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এস টি সোমাশেকর মূর্তির প্রধান স্থপতি অরুণ যোগীরাজকে অভিনন্দন জানান।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।